ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

(মূল প্রতিবেদন)

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

২৫ জুন ২০২৩

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল: সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়

গবেষণা উপদেষ্টা
ড. ইফতেখারুজ্জামান, নির্বাহী পরিচালক, ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা, টিআইবি
মুহাম্মদ বদিউজ্জামান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি
মোহাম্মদ রফিকুল হাসান, পরিচালক, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি (প্রাক্তন)

গবেষণা তত্ত্বাবধান
শাহজাদা এম আকরাম, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি (প্রাক্তন)
মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি

গবেষণা পরিকল্পনা ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
তাসলিমা আক্তার, কনসালটেন্ট
মো. মাহ্‌ফুজুল হক, সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, গবেষণা ও পলিসি, টিআইবি

গবেষণা সহায়তায়
সাব্বির আহম্মেদ, গবেষণা সহকারী

কৃতজ্ঞতা
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে সম্পৃক্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, কর্মচারী, চিকিৎসক, নার্স, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, গণমাধ্যম কর্মী ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজন যারা তাঁদের মূল্যবান মতামত, অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ দিয়ে এই গবেষণা প্রতিবেদনটিকে তথ্যসমৃদ্ধ করতে সহায়তা করেছে তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণা প্রতিবেদনটি পর্যালোচনা করে মতামত, পরামর্শ, ও সহযোগিতা প্রদান করার জন্য টিআইবি'র গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো শাহজাদা এম আকরামের প্রতি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। প্রতিবেদনের উপস্থাপনার ওপর মূল্যবান মতামত ও পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে গবেষণার উৎকর্ষ সাধনে অবদান রাখার জন্য টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা অধ্যাপক ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক, মুহাম্মদ বদিউজ্জামান এবং মোহাম্মদ রফিকুল হাসান (প্রাক্তন), আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীর প্রতি জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা।

যোগাযোগ
ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)
মাইডাস সেন্টার (চতুর্থ ও পঞ্চম তলা)
বাড়ি ৫, সড়ক ১৬ (নতুন) ২৭ (পুরাতন), ধানমণ্ডি, ঢাকা ১২০৯
ফোন: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩০৩২, ৪৮১১৩০৩৩
ফ্যাক্স: (+৮৮০-২) ৪৮১১৩১০১
ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org
ওয়েবসাইট: www.ti-bangladesh.org

মুখবন্ধ

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) আন্তর্জাতিক রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ হিসেবে কর্মরত একটি মানবিক সহায়তা প্রদানকারী সংস্থা। মানবসেবায় চিকিৎসা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল, যা ১৯৫৩ সালে ক্যাথলিক মেডিকেল মিশনারি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং বর্তমানে এটি হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল নামে পরিচালিত হচ্ছে। অলাভজনক এবং জনসেবামূলক ভিত্তিতে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদানে প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও সম্প্রতিককালে হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা র্কাক্রমে সুশাসনের ঘাটতিসহ বিবিধ অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ গণমাধ্যমে উত্থাপিত হয়েছে।

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করছে। এর অংশ হিসেবে টিআইবি জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে জনগুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন খাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। টিআইবি'র অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাতগুলোর মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা অন্যতম। ইতোপূর্বে টিআইবি সরকারি ও ব্যক্তিমালিকানাধীন (লাভজনক) স্বাস্থ্যখাত ও প্রতিষ্ঠানের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো একটি ব্যতিক্রমী এবং অলাভজনক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উদ্ঘাটন এবং তার বিশ্লেষণ-নির্ভর সুপারিশ প্রণয়নের জন্য বর্তমান গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

গবেষণায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সেবা ও সার্বিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি, বিদ্যমান আইনের কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থতাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিবিধ দুর্বলতা চিহ্নিত হয়েছে। গবেষণায় দেখা যায়, হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও ক্ষেত্রবিশেষে অনুপস্থিত। অন্যদিকে, সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতাসহ বিদ্যমান আইনসমূহ প্রতিপালন এবং তার কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে বিডিআরসিএস। প্রতিষ্ঠানটিতে এক ব্যক্তির হাতে একচ্ছত্র ক্ষমতা থাকায় এবং হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে তার অবারিত হস্তক্ষেপ সংশ্লিষ্ট আইন ও নিয়মনীতি প্রয়োগে প্রতিকূলতাসহ হাসপাতালে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিহীনতা স্বাভাবিকতায় পরিণত করছে। হাসপাতালটি সম্পর্কে লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন না করা, ক্রয় আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন ও বিধান অমান্য করার বিষয় উঠে এসেছে। হাসপাতালের জন্য সুনির্দিষ্ট জনবল কাঠামো/অর্গানোগ্রাম না থাকায় অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নেই। মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ হলেও হাসপাতালটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে নথিভুক্ত করে না, যা অংশীজনদের আস্থার সংকট তৈরি করেছে। কতৃপক্ষ হাসপাতালটিতে আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সুবিধা ও সেবার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবও লক্ষণীয়। হাসপাতালে অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতির ফলে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম চুক্তি সম্পাদনসহ বিবিধ অব্যবস্থাপনা ও দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা সেবার মান নিম্নগামী হয়েছে, রোগীর সংখ্যা ও হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। অন্য সমপর্যায়ের হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগীতায় ব্যর্থ হয়ে এটি ক্রমেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, হাসপাতালটি সুশাসনের ঘাটতির দীর্ঘ পরিক্রমায় আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি'র (মানবতা পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা) পরিপন্থি চর্চায় জর্জরিত, যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে। এ অবস্থার জন্য সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ও অংশীজনের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির দায় এড়ানোর সুযোগ নেই।

সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণার সংশ্লিষ্ট নীতিমালা ও পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করে হাসপাতাল পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ এবং তথ্যদাতাদের মতামত ও অভিজ্ঞতানির্ভর তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে। গবেষণায় হাসপাতাল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, ডাক্তার, নার্স, কর্মচারী, সেবাগ্রহীতা, গণমাধ্যমকর্মী ও সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের মতামত ও অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। যারা গবেষণায় তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তবে তথ্য প্রকাশ ও প্রদানে কর্তৃপক্ষের দীর্ঘসূত্রিতা ও অনীহা ছিল গবেষণাটি যথাসময়ে সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিবন্ধক। এমনকি আন্তর্জাতিক রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র ব্রান্ড ধারণকারী হিসেবে হাসপাতালটির সুশাসনের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে তথ্য প্রদানে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) এর স্থানীয় কার্যালয়ের নির্বিকার অসহযোগীতা টিআইবির জন্য এক ব্যতিক্রমী অভিজ্ঞতা।

এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছেন টিআইবির প্রাক্তন গবেষক ও পরামর্শক তাসলিমা আক্তার এবং টিআইবি'র গবেষক সিনিয়র রিসার্চ ফেলো, মো. মাহফুজুল হক। মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহে সহযোগিতা করেছেন সাব্বির আহম্মেদ। টিআইবি'র উপদেষ্টা, নির্বাহী ব্যবস্থাপনা ড. সুমাইয়া খায়ের, গবেষণা ও পলিসি বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ বদিউজ্জামান ও মোহাম্মদ রফিকুল হাসান (প্রাক্তন), আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিভাগের কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ তাওহীদুল ইসলাম এবং গবেষণা ও পলিসি বিভাগের অন্যান্য সহকর্মীবৃন্দ তাদের মূল্যবান মতামত দিয়ে প্রতিবেদনটিকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। গবেষণার তত্ত্বাবধান এবং প্রতিবেদন সম্পাদনা ও পরিমার্জন করেছেন গবেষণা ও পলিসি বিভাগের প্রাক্তন সিনিয়র রিসার্চ ফেলো এবং শাহজাদা এম আকরাম।

এই প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য, বিশ্লেষণ ও সুপারিশ হাসপাতালের সক্ষমতা ও কার্যকরতা বৃদ্ধিসহ সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক হলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। এর সম্ভাব্য পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও সংশোধনে পাঠকের মূল্যবান পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

ইফতেখারুজ্জামান
নির্বাহী পরিচালক

সূচিপত্র

মুখবন্ধ	**৩**
অধ্যায় এক: ভূমিকা	**৬-৮**
১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট	৬
১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা	৬
১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য	৭
১.৪ গবেষণা আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো	৭
১.৫ গবেষণা পদ্ধতি	৮
১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো	৮
অধ্যায় দুই: হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা	**৯-২১**
২.১ ভূমিকা	৯
২.২ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি	৯
২.৩ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ম্যান্ডেটস	১০
২.৪ রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা কাঠামো ও বিডিআরসিএস-এর ভূমিকা	১০
২.৫ হাসপাতাল পরিচালনায় বিধি, নির্দেশিকা, বিভিন্ন কমিটি ও অংশীজন	১১
২.৬ এক নজরে হাসপাতাল এবং হাসপাতাল প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা	১৩
২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার ঘাটতি	১৫
২.৭.১ সংশ্লিষ্ট আইন বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতা	১৫
২.৭.২ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ	১৫
২.৭.৩ চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় চিকিৎসক, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি	১৬
২.৭.৪ হাসপাতালে আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি	১৭
২.৭.৫ হাসপাতালের অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সুবিধার ঘাটতি	১৯
২.৭.৬ হাসপাতালের সেবা নিশ্চিতে উপযুক্ত পরিবেশের ঘাটতি	১৯
২.৭.৭ হাসপাতালের আয় বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা	২১
২.৮ উপসংহার	২১
অধ্যায় তিন: স্বচ্ছতার ঘাটতি	**২২-২৪**
৩.১ ভূমিকা	২২
৩.২ তথ্য প্রকাশ, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি	২২
৩.৩ অনুদানের অর্থে কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি	২৩
৩.৪ উপসংহার	২৪
অধ্যায় চার: জবাবদিহিতায় ঘাটতি	**২৫-২৬**
৪.১ ভূমিকা	২৫
৪.১ হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতার ঘাটতি	২৫
৪.২ এনাম কমিটির সুপারিশ অমান্য করা	২৫
৪.৩ কর্মীদের জবাবদিহি নিশ্চিতে ঘাটতি	২৫
৪.৪ অকার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা	২৬
৪.৪ নিরীক্ষা কার্যক্রমে ঘাটতি	২৬
৪.৬ উপসংহার	২৬
অধ্যায় পাঁচ: অনিয়ম ও দুর্নীতি	২৭-৩৪
৫.১ ভূমিকা	২৭
৫.২ হাসপাতালের লাইসেন্স পুনঃনবায়ন ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করা	২৭
৫.৩ পরিচালকদের স্বাধীনভাবে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা	২৭
৫.৪ নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি	২৭
৫.৫ পদায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি	২৮
৫.৬ পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি	২৮
৫.৭ পেশাগত আচরণ বিধি ভেঙ্গে হাসপাতালে প্রাইভেট চেম্বার পরিচালনা	২৯
৫.৮ বাংলাদেশ মেডিকল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কোড অফ প্রফেসনাল, এটিকুয়েট এন্ড এথিকস অমান্য করা	৩০
৫.৯ কমিশন আদায়	৩০
৫.১০ অ্যাম্বুলেন্স সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম	৩০
৫.১১ ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম চুক্তি সম্পাদন	৩০

৫.১২ ফিজিওথেরাপি কার্যক্রমে অনিয়ম ৩১
৫.১৩ ওষুধ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩১
৫.১৪ টেকনিশিয়ান কর্তৃক রি-এজেন্ট চুরি ও বিক্রয় ৩১
৫.১৫ হাসপাতালের ক্রয় ও সংস্কার কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি ৩২
৫.১৬ নিয়ম ভেঙ্গে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ভিজিট ৩৩
৫.১৭ ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ডাক্তারদের উপঢৌকন প্রদান ৩৪
৫.১৫ উপসংহার ৩৪
অধ্যায় ছয়: উপসংহার ও সুপারিশ ৩৫-৩৬
৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ ৩৫
৬.২ সুপারিশ ৩৫

সারণি

সারণি ১.১: গবেষণার আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো ৭
সারণি ২.১: এক নজরে হলি ফ্যামিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ১৩
সারণি ২.২: হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারী রোগীর পরিসংখ্যান ১৫
সারণি ২.৩: হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে বকেয়ার পরিমাণ ১৭
সারণি ২.৪: হাসপাতালের বাজেট, প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় (টাকায়) ১৮

চিত্র

চিত্র ২.১: হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা কাঠামো ১২
চিত্র ২.১: হাসপাতালের আয়ের খাত ১৮
চিত্র ৩.১: হাসপাতালের বাজেট, প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়) ২৪

অধ্যায় এক
ভূমিকা

১.১ গবেষণার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) একটি মানবিক সহায়তা সংস্থা, আন্তর্জাতিক রেডক্রস/রেডক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগী সংস্থা হিসেবে বিডিআরসিএস দুর্যোগ ঝুঁকি কবলিত জনগণের জীবন-জীবিকার উন্নয়ন, মানবসেবায় চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা এবং একটি শক্তিশালী জাতীয় সমাজ রূপান্তরের লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।[১] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানবসেবার উদ্দেশ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। হাসপাতালটি বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির একটি অলাভজনক স্বাস্থ্যসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। হাসপাতালটি নিজস্ব আয়, সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি কর্তৃক অনুদানের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে আসছে।

ঢাকা, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল ক্যাথলিক মেডিকেল মিশনারিজের মাধ্যমে ১৯৫৩ সালে (১৫ মার্চ) স্থাপিত হয়। ক্যাথলিক মেডিকেল মিশনারিজ ১৯৭১ সালে হাসপাতালটি ডিড অফ গিফট নং ৭৬৯৬/১৯৭১-এর আওতায় বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির কাছে হস্তান্তর করলে নামকরণ হয় *হলি ফ্যামিলি রেড ক্রস হাসপাতাল*। ১৯৮৮ সালে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করার ফলে হাসপাতালের নাম পরিবর্তিত হয়ে *হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল হয়।* ২০০০ সালে মেডিকেল কলেজে হিসেবে কার্যক্রম শুরু করে এবং তখন থেকে এটি *হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল* নামে পরিচিত।[২]

হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবার কার্যকরতা বৃদ্ধিতে সাম্প্রতিক পদক্ষেপ (২০১৮-২০২২)

হাসপাতালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সংস্কার ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান। এক্ষেত্রে বিগত পাঁচ বছরে হাসপাতালের বেশ কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। যেমন, মুমূর্ষু রোগীদের চিকিৎসার্থে অতিরিক্ত পাঁচটি আইসিইউ শয্যা বর্ধিত করা হয়েছে, কিডনি রোগীদের জন্য ৩৬ শয্যার স্পেশালাইজড সেন্টার স্থাপন, বহির্বিভাগে অত্যাধুনিক আরটি-পিসিআর ল্যাব, সেন্ট্রাল লাইনের মাধ্যমে অক্সিজেন সরবরাহে অক্সিজেন প্লান্ট, ওয়াশিংপ্ল্যান্ট, ৫০০ কেভিএ ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন জেনারেটর স্থাপন, ১৫০০ কেভিএ ইলেকট্রিক পাওয়ার সাব-স্টেশন স্থাপন, পাঁচটি ওয়াটার পিউরিফাইং মেশিন, অন্তর্বিভাগ ও বহির্বিভাগের ডিজিটাল সিসি ক্যামেরা এবং কাপড় পরিষ্কারের জন্য ওয়াশিং মেশিন এবং ইলেকট্রনিক অ্যাটেনডেন্ট মেশিন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া কিছু ওয়ার্ড ও কেবিনে সংস্কার করা হয়েছে, বহির্বিভাগে একটি ফার্মেসী স্থাপন করা হয়েছে। বহির্বিভাগের তৃতীয় তলায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের চেম্বার এবং লিফট চালু করা হয়েছে। কিছু মেডিকেল যন্ত্রপাতি যেমন ডিজিটাল এক্স-রে, আলট্রাসনোগ্রাম মেশিন ও সিটি স্ক্যান ক্রয় করা হয়েছে। রোগীর তথ্য অটোমেশনের আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে।[৩]

১.২ গবেষণার যৌক্তিকতা

সোসাইটির মানবসেবামূলক কার্যক্রমসমূহের মধ্যে চিকিৎসা কার্যক্রম অন্যতম। ৫২৮ শয্যা বিশিষ্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালটি বাংলাদেশে বেসরকারি স্বাস্থ্য খাতের বৃহত্তম একটি জনসেবামূলক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। রোগীর চিকিৎসা সেবা প্রদান করে অর্জিত আয়ের সাথে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি প্রদত্ত অনুদানে প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত যা হাসপাতালটিকে একটি ভিন্ন ধর্মী প্রতিষ্ঠান হিসাবে স্থান করে দিয়েছে। এছাড়া, প্রেসিডেন্ট'স অর্ডার নং ২৬, ১৯৭৩ (পিও-২৬) ভিত্তিতে গঠিত সংস্থার অঙ্গ সংগঠনের পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি অন্যান্য হাসপাতাল থেকে ভিন্ন হওয়ায় এটি স্বাস্থ্য খাতে একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান। এছাড়া, পিও-২৬ অনুসারে মানবিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে বিডিআরসিএসকে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিধিতে সংস্থাটির স্বায়ত্তশাসন (autonomy) বজায় রাখার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে।

বাংলাদেশে যখন স্বাস্থ্যসেবা অপ্রতুলতা ছিল তখন হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল উন্নত সেবা দিয়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক সেবা নিশ্চিতে পিছিয়ে পড়েছে। মানবিক সেবার উদ্দেশ্যে গঠিত হাসপাতালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সংস্কার ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান থাকা সত্ত্বেও সম্প্রতি এর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির

[১] ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, https://bdrcs.org/who-we-are/, https://bdrcs.org/mission-vision/

[২] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/bdrcs-annual-report-2019/পৃষ্ঠা-৫৫; হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ৯ ডিসেম্বর ২০২১;

[৩] বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২১, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বিস্তারিত https://bdrcs.org/bdrcs-annual-report-2021bangla/পৃষ্ঠা-৩৯; বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/BDRCS-Annual-Report-2019-1.pdf/পৃষ্ঠা-৫৫, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বিস্তারিত https://bdrcs.org/bdrcs-annual-report-2017/পৃষ্ঠা-১০১; বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, নিউজ লেটার, ব্যবস্থাপনা পর্ষদনির্বাচন ২০২১-২০২৩, তারিখ: ৬ নভেম্বর ২০২১।

অভিযোগ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, দলীয় বিবেচনায় কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, হাসপাতালের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ঘাটতি এবং দুর্নীতি রোধে ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙ্গে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ও রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া প্রভৃতি।[৪] অলাভজনক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির সুনামের সাথে রোগীর সংখ্যা এবং আয় ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত।

স্বাস্থ্য খাত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। ইতোপূর্বে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি (লাভজনক) স্বাস্থ্যখাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো একটি ব্যতিক্রমী এবং অলাভজনক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উদ্‌ঘাটনে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

১.৩ গবেষণার উদ্দেশ্য

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালের কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে-

- হাসপাতাল পরিচালনা নীতি, আইন, বিধি-বিধান ও পরিচালনা কাঠামো পর্যালোচনা করা
- সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির স্বরূপ ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা
- চিকিৎসাসেবায় সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য অংশীজনদেও অভিজ্ঞতা ও মতামত পর্যালোচনা করা; এবং
- গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রদান করা

১.৪ গবেষণার আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো

এ গবেষণায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ও এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত। গবেষণার অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে রয়েছে, হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট বিধি ও নীতি পর্যালোচনা, আর্থিক সক্ষমতা (বাজেট, হাসপাতালের আয়-ব্যয়, নিরীক্ষা), অবকাঠামো ও লজিস্টিকস্, জনবল সক্ষমতা (জনবল কাঠামো, নিয়োগ, পদোন্নতি, হাসপাতালের পরিবেশ, ক্রয়, নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ; স্বচ্ছতা (স্ব-প্রণোদিত ও হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা); জবাবদিহি (বিডিআরসিএস ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও এর প্রয়োগ, সমন্বয়, সেবার মান উন্নয়নে কার্যকর উদ্যোগ, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন), হাসপাতাল প্রদত্ত চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তিতে সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা, এবং চিকিৎসাসেবা ও ব্যবস্থাপনায় সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন ও কারণ।

সারণি ১.১: গবেষণার আওতা ও বিশ্লেষণ কাঠামো

সুশাসনের নির্দেশক	গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়
আইনের শাসন	▪ সংশ্লিষ্ট বিধি ও নীতি
সক্ষমতা	▪ অবকাঠামো ও লজিস্টিকস্ ▪ মানব সম্পদ (জনবল, নিয়োগ, পদায়ন) ▪ আর্থিক (বাজেট, হাসপাতালের আয়-ব্যয়, নিরীক্ষা) ▪ হাসপাতালের পরিবেশ
স্বচ্ছতা	▪ স্ব-প্রণোদিত ও হালনাগাদ তথ্য প্রকাশ ব্যবস্থা
জবাবদিহিতা	▪ বিডিআরসিএস ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটির গঠন প্রক্রিয়া, ক্ষমতা ও এর প্রয়োগ ▪ সমন্বয় ▪ নিরীক্ষা ▪ বার্ষিক কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ব্যবস্থা ▪ অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
	▪ হাসপাতাল প্রদত্ত সেবা কার্যক্রম: অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ ও বহির্বিভাগ
অনিয়ম-দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ	▪ চিকিৎসাসেবা ও ব্যবস্থাপনায় অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরন, কারণ ও প্রতিরোধ

[৪] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর.কম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, https://bangla.bdnews24.com/health/article1802394.bdnews; প্রথম আলো, ৮ অক্টোবর ২০১৩, https://www.prothomalo.com/bangladesh/সংকটে-হলি-ফ্যামিলি-হাসপাতাল; সমকাল, ১৮ ডিসেম্বর ২০১৬, https://samakal.com/bangladesh/article/1612256609; ডিবিসি নিউজ, ৬ আগস্ট ২০২১, https://dbcnews.tv/articles/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম; বাংলানিউজটোয়েন্টিফোর.কম, ১৬ নভেম্বর ২০১৭, https://www.banglanews24.com/health/news/bd/617600.details; বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, নিউজ লেটার, ব্যবস্থাপনা পর্ষদনির্বাচন ২০২১-২০২৩, তারিখ: ৬ নভেম্বর ২০২১

গবেষণায় শুধুমাত্র হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। মেডিকেল কলেজ ও এর শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

১.৫ গবেষণা পদ্ধতি

এটি একটি গুণগত গবেষণা। গবেষণায় গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়েছে।

১.৫.১ প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

গবেষণায় প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহে গুণগত পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। গুণগত পদ্ধতির মধ্যে ছিল, মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণ।

মুখ্য তথ্যদাতার ধরনের মধ্যে ছিল, হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক ও নার্স, পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ, ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন ও সেবাগ্রহীতা (মোট তথ্যদাতা ৮০ জন)। প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা, পরিবেশ, তথ্য প্রকাশ ও বিতরণ ব্যবস্থা, নথিপত্র প্রভৃতি বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে।

সেবাগ্রহীতার অভিজ্ঞতা যাচাইয়ে উদ্দেশ্যমূলক নমুনায়নের[৫] মাধ্যমে হাসপাতালে আগত রোগী অথবা রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। বহির্বিভাগের রোগীদের ক্ষেত্রে ডাক্তার দেখানোর পরে এবং অন্তর্বিভাগের ক্ষেত্রে কমপক্ষে হাসপাতালে ২৪ ঘন্টা অবস্থান করেছেন এমন রোগীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। বিভিন্ন বিভাগ হতে সেবা নেওয়া রোগীর সাক্ষাৎ গ্রহণ করা হয়। এছাড়া হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়। গবেষণার তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করা হয় এপ্রিল ২০২২ হতে মে ২০২৩ পর্যন্ত।

১.৫.২ পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি

পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬), আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদন, সংগৃহীত নথি, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ ইত্যাদি।

১.৬ প্রতিবেদন কাঠামো

এই প্রতিবেদনে ছয়টি অধ্যায় রয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার প্রেক্ষাপট ও যৌক্তিকতা, উদ্দেশ্য, পরিধি এবং গবেষণা পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ইতিহাস, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল পরিচালনায় বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা, হাসপাতাল প্রদত্ত চিকিৎসাসেবাসমূহ এবং হাসপাতালের প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির ঘাটতিসমূহ তুলে ধরা হয়েছে। পঞ্চম অধ্যায়ে হাসপাতালের সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমস্যা এবং অনিয়মের ধরন নিয়ে আলোচনা করা হয়। ষষ্ঠ অধ্যায়ে হাসপাতালে বিরাজমান সমস্যার কারণ ও প্রভাব এবং এসব সমস্যা হতে উত্তরণের জন্য সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

---

[৫] হাসপাতাল হতে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারীদের কোনো তালিকা করা সম্ভব হয়নি এবং গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলকে সাধারণীকরণের প্রয়োজন নেই এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিঃসম্ভাবনা নমুনায়ন প্রক্রিয়া প্রয়োগের কোন বিকল্প নেই। গবেষকের বিদ্যমান ধারণা ও বিচার বিবেচনার উপর ভিত্তি করে নমুনায়ন করা হয়।

অধ্যায় দুই

হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা কাঠামো ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.১ ভূমিকা

১৯৫৩ সালে সিস্টারস অব ফিলাডিলফিয়া নামে একটি মিশনারি প্রতিষ্ঠান হলি ফ্যামিলি হাসপাতালটি প্রতিষ্ঠা করে যার বর্তমান নাম হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। সে সময় সিস্টার জন ফলি হাসপাতালটির পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত তারা হাসপাতালটি পরিচালনা করেন। স্বাধীনতার পর ওই মিশনারি প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কাছে হাসপাতালটি হস্তান্তর করে। শর্ত ছিল যে, কোনো কারণে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হাসপাতালটি পরিচালনা করতে না পারলে সিস্টারস অব ফিলাডিলফিয়ার কাছে এটি হস্তান্তর করবে। বর্তমানে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে।[৬] উল্লেখ্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসহ বিশ্বের সকল জাতীয় সোসাইটি আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সাতটি মূলনীতি অনুসরণ করে তাদের সকল মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। মূলনীতিগুলো হলো; (১) মানবতা (Humanity), (২) পক্ষপাতহীনতা (Impartiality), (৩) নিরপেক্ষতা (Neutrality), (৪) স্বাধীনতা (Independence), (৫) স্বেচ্ছামূলক সেবা (Voluntary Service), (৬) একতা (Unity), এবং (৭) সর্বজনীনতা (Universality)।[৭]

২.২ আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

রেড ক্রস/ রেড ক্রিসেন্ট একটি বৈশ্বিক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। হেনরি ডুনান্ট ইতালির সলফেরিনো গ্রামের যুদ্ধোত্তর অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও যুদ্ধাহতদের সেবার মাধ্যমে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তারই ফসল আজকের রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি। ১৮৫৯ সালের ২৪ জুন ইতালির অখ্যাত এক গ্রাম সলফেরিনোতে তৎকালীন ইউরোপের দুই বৃহৎ শক্তি ফ্রান্স ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অনেক সৈন্য আহত হয়। আহত সৈন্যরা কোনো সেবা না পেয়ে অবহেলার শিকার হয়ে মৃত্যুবরণ করে। ১৮৬২ সালে হেনরী ডুনান্ট মর্মান্তিক এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতার উপর *মেমোরি অফ সলফেরিনো* নামে একটি বই লেখেন যেখানে বিশ্বব্যাপী একটি সেবামূলক সংস্থা গঠন করার জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আকুল আবেদন জানানো হয়। এতে ১৮৬৩ সালের জানুয়ারিতে সর্বপ্রথম জেনেভার পাবলিক ওয়েলফেয়ার সোসাইটি (Welfare Society of Geneva) এ আহবানে এগিয়ে আসে। জেনেভায় প্রেসিডেন্ট ডুনান্টের সঙ্গে দেখা করে একটি সেবা সংগঠন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তার সমর্থন ব্যক্ত করলে হেনরী ডুনান্ট ও অপর চারজন মানবসেবীর সমন্বয়ে ১৮৬৩ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি একটি কমিটি গঠন করা হয় যা কমিটি অফ ফাইভ (The Committee of Five) নামে পরিচিত। হেনরি ডুনান্টকে করা হয় কমিটির সেক্রেটারি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সমর্থন ও সহায়তার আশায় ১৮৬৩ সালে ২৬ অক্টোবর প্রথমবারের মতো এই কমিটি ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে জেনেভায় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহবান করে। সম্মেলনে হেনরী ডুনান্টের মহতী প্রস্তাব পর্যালোচনা ও গৃহীত হয় এবং এরই প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক মানব সেবামূলক সংস্থা রেডক্রস জন্মলাভ করে। পরবর্তীতে কমিটি বিভিন্ন দেশে জাতীয় সোসাইটি প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টা চালায়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রথমে জাতীয় সোসাইটি গঠিত হয় এবং ১৮৭৬ সালে এ কমিটির নাম পরিবর্তন করে International Committee of the Red Cross (ICRC) নাম গ্রহণ করা হয়। বর্তমানে বিশ্বের ১৯২টির অধিক দেশে রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্টের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।[৮]

১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ২৬ দ্বারা স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। ব্রিটিশ ভারতের ভারতীয় রেড ক্রস সোসাইটি অ্যাক্ট ১৯২০ এর অধীনে রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার ফলে পাকিস্তানের ভৌগোলিক এলাকায় পূর্বের আইনের সামান্য রদবদল করে পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়।

---

[৬] বিস্তারিত, https://www.facebook.com/photo/?fbid=130049378905689&set=a.100427908534503

[৭] **মানবতার অর্থ:** কোনো প্রকার ভেদাভেদ ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে আহতদের সাহায্যের উদ্দেশ্যে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বত্র মানুষের দুঃখ দুর্দশা প্রতিরোধ ও উপশম করার চেষ্টা করে। জীবন ও স্বাস্থ্য রক্ষা এবং মানুষের সম্মান বজায় রাখা এর উদ্দেশ্য। এই আন্দোলন পারস্পরিক সমঝোতা, বন্ধুত্ব, সহযোগিতা এবং সকল জাতির মধ্যে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করে। **পক্ষপাতহীনতার অর্থ:** এই আন্দোলন জাতি, গোত্র, ধর্মীয় বিশ্বাস, শ্রেণি বা রাজনৈতিক মতবাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করে না। কেবলমাত্র প্রয়োজনের ভিত্তিতে, এই আন্দোলন মানুষের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করে এবং সর্বাধিক বিপদাপন্ন ব্যক্তিদেরকে সাহায্যের অগ্রাধিকার দেয়। **নিরপেক্ষতার অর্থ:** সকলের বিশ্বাসভাজনের উদ্দেশ্যে এই আন্দোলন সংঘর্ষকালে কোনো পক্ষ অবলম্বন করে না বা কোনো সময় রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা আদর্শগত মতবিরোধে অংশগ্রহণ করে না। **স্বাধীনতার অর্থ:** এই আন্দোলন স্বাধীন। মানবসেবামূলক কাজে সরকারের সহায়ক হিসেবে জাতীয় সোসাইটি নিজ নিজ দেশের আইনের অধীন ন্যস্ত থাকলেও, আন্দোলনের নীতিমালা অনুযায়ী কাজ করার জন্য তাদেরকে অবশ্যই নিজস্ব স্বাধীনতা বজায় রাখতে হবে। **স্বেচ্ছামূলক সেবার অর্থ:** একটি স্বেচ্ছাসেবামূলক ত্রাণ আন্দোলন হিসেবে এই আন্দোলনের কোনো প্রকার স্বার্থ বা লাভ অর্জনের উদ্দেশ্যে নেই। **একতার অর্থ:** কোনো দেশে কেবলমাত্র একটি রেড ক্রস বা রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি থাকতে পারে। সকলের জন্য এর দ্বার অবারিত থাকতে হবে। দেশের সর্বত্র এর মানবসেবামূলক কর্মকাণ্ড বিস্তৃত হতে হবে। **সর্বজনীনতার অর্থ:** সম-মর্যদাসম্পন্ন এবং পরস্পরকে সাহায্যের জন্য সমান দায়িত্ব ও কর্তব্যের অধিকারী জাতীয় সোসাইটিসহ গঠিত বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলন সর্বজনীন। বিস্তাতি, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, সুরক্ষা-নিরাপত্তা নীতিমালা ও নির্দেশনা, প্রকাশকাল জুন ২০১৯, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/12/Safety-Security-Policy-and-Guideline_Bangla.pdf পৃষ্ঠা-৪৯ ও ৫০।

[৮] https://www.ifrc.org/who-we-are/about-ifrc; দৈনিক পূর্বকোন, বিস্তারিত, http://www.banginews.com/web-news?id=29751c771f5f1ff42b69a83c32041ac4cd1bbaef, পত্রদূত, ৮ মে ২০২২, বিস্তারিত, https://patradoot.net/2022/05/08/416666.html

পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটির অধীনে পূর্ব পাকিস্তান রেড ক্রস ব্রাঞ্চ গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তান রেড ক্রস সোসাইটর পূর্ব পাকিস্তান ব্রাঞ্চ বাংলাদেশে জাতীয় সোসাইটি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সরকারের নিকট স্বীকৃতি লাভের জন্য আবেদন করে। ১৯৭২ সালের ৪ জানুয়ারি বাংলাদেশ সরকারের এক আদেশের মাধ্যমে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৭৩ সালের ৩১ মার্চ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬) জারি করেন। এ আদেশ বলে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটি স্বীকৃতি লাভ করে এবং রেড ক্রস সোসাইটি অ্যাক্ট ১৯২০ বাতিল বলে গণ্য করা হয়। ১৯৭৩ সালের ২০ সেপ্টেম্বর তেহরানে অনুষ্ঠিত রেড ক্রসের ২২তম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশ রেডক্রস সোসাইটি ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব রেড ক্রস (আইসিআরসি) দ্বারা আন্তর্জাতিকভাবে পূর্ণ স্বীকৃতি লাভ করে এবং ১৯৭৩ সালের ২ নভেম্বর ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস এন্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিতে (আইএফআরসি) অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৮৮ সালের ৪ এপ্রিল রাষ্ট্রপতির আদেশের সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেড ক্রস সোসাইটির নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি করা হয় এবং তখন থেকে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট প্রতীকের ব্যবহার শুরু হয়। মুসলিম বিশ্বে এটি রেড ক্রিসেন্ট নামে পরিচিত।[৯]

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহের সমন্বয়ে ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যাণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) গঠিত। ১৯১৯ সালের ৫ মে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় স্থায়ীভাবে এর সদর দপ্তর স্থাপন করা হয়। আইএফআরসি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জাতীয় রেড ক্রস অ্যাণ্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মধ্যকার কার্যক্রম সমন্বয় করে থাকে যেমন বিশ্বের সকল জাতীয় রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিসমূহের মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুঃস্থদের সাহায্যার্থে বহুবিদ সেবামূলক কাজে নেতৃত্ব দেয় এবং সংগঠিত করে।[১০] আইএফআরসি ফান্ড দিয়ে সহায়তা করে থাকে।

২.৩ বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ম্যান্ডেটস

সোসাইটির ম্যান্ডেটসমূহ হলো, স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং রোগ প্রতিরোধে ও রোগের কারণে সৃষ্ট দুঃখ কষ্ট প্রতিরোধে/দূরীকরণে ভূমিকা পালন (হাসপাতাল/রক্ত কর্মসূচি), প্রাথমিক চিকিৎসা ও নার্সিং এর জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ (নার্সিং প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ বিভাগ), মাতৃত্ব ও শিশু কল্যাণ সংস্থা স্থাপন ও পরিচালনে ব্যবস্থা গ্রহণ (৫৬ মাতৃ ও শিশু কল্যাণ কেন্দ্র), অ্যাম্বুলেন্স সেবা প্রদান, হাসপাতালের রোগীদের কল্যাণের নিত্য ব্যবহার্য ও উপহার সামগ্রী সরবরাহ করা, জেনেভা কনভেনশনের নিয়ম ও আদর্শ অনুযায়ী বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর অসুস্থ ও আহত সদস্যদের সহায়তা করা,জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক মতভেদে সকল মানুষের দুঃখ কষ্ট প্রতিরোধে এবং দূরীকরণে ভূমিকা পালন করা, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দুর্ভোগ প্রশমনের জন্য যথাযথ সাহায্য প্রদানের ব্যবস্থা করা (দুর্যোগ পরবর্তী, পুনরুদ্ধার, পুনর্বাসন), সমাজের একটি কার্যকর অঙ্গ হিসেবে দেশের যুব সমাজকে সংগঠিত করা, আন্তর্জাতিক ফোরামে বিডিআরসিএসকে প্রতিনিধিত্ব করা ইত্যাদি।[১১]

২.৪ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা কাঠামো এবং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ভূমিকা

আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশীদার হিসাবে এবং আন্দোলনের মূলনীতি ও সোসাইটির সাংবিধানিক আদেশ মোতাবেক বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি মানবসেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। তাদের মানবসেবামূলক কার্যক্রমের মধ্যে চিকিৎসা অন্যতম। স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সরকারের সহায়ক সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করে।[১২]

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়। যেখানে একজন চেয়ারম্যান, একজন ভাইস-চেয়ারম্যান, একজন কোষাধ্যক্ষ এবং ১২ জন সদস্য থাকেন। হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিডিআরসিএস-এর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কাছে হাসপাতালটি সরাসরি রিপোর্ট করে।[১৩] হাসপাতাল সম্পর্কিত সকল ব্যবস্থাপনা ও মনিটরিং বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি (বিডিআরসিএস) করে।

হাসপাতালটি দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ এর অধীনে নিবন্ধিত। এছাড়া, বিডিআরসিএসের অভ্যন্তরীণ কিছু আইন ও নীতি রয়েছে যা অনুসরণ করে হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালিত

[৯] ওয়েবসাইট, বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, https://bdrcs.org/history-of-bdrcs/, http://rc.gov.bd/red-crescent/, পত্রদূত, ৮ মে ২০২২, বিস্তারিত, https://patradoot.net/2022/05/08/416666.html

[১০] http://www.banginews.com/web-news?id=29751c771f5f1ff42b69a83c32041ac4cd1bbaef

[১১] https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/Bangladesh-Red-Crescent-Society-BDRCS-Mandates.pdf

[১২] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইট, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/bdrcs-annual-report-2019/পৃষ্ঠা-৫৩; https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/PO26.pdf

[১৩] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট যা ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত বৎসরের জন্য, প্রকাশকাল: ৯ ডিসেম্বর ২০২১; https://bdrcs.org/organizational-structure/, তারিখ: ১০/১১/২০১৪

হয়। নীতিমালার মধ্যে অন্যতম হলো স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ফাইন্যান্স, অডিট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস রুলস ২০১৫, মানবসম্পদ নীতি ২০১১, জেন্ডার পলিসি, অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়া নির্দেশিকা, কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫) ইত্যাদি। নিম্নে হাসপাতল পরিচালনায় এইসকল বিধি, নির্দেশিকা ও সংশ্লিষ্ট কমিটি ও অংশীজন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো;

২.৫ হাসপাতাল পরিচালনায় বিধি, নির্দেশিকা, বিভিন্ন কমিটি ও অংশীজন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬): বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬) অনুসারে বিডিআরসিএস সরকারের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় রেখে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সংস্থাটি স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে। বিধিতে সংস্থাটি স্বায়ত্তশাসন (autonomy) বজায় রাখবে বলে উল্লেখ রয়েছে। বিধিতে সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ গঠন ও এর কাঠামো, অ্যাডহক কমিটি গঠন, আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূল নীতি, প্রতিটি জেলা ও মেট্রোপলিটন শহরে সোসাইটির ইউনিট গঠন ও এর কাঠামো, তহবিল ও অর্থ নিয়ন্ত্রণ, তত্ত্বাবধান, ম্যান্ডেট ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে।[১৪]

বিডিআরসিএস-এর ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ও এর গঠন কাঠামো: হাসপাতালসংক্রান্ত কার্যক্রমের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিডিআরসিএস-এর ব্যবস্থাপনা পর্ষদের কাছে সরাসরি দায়বদ্ধ। সোসাইটির নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম পরিচালনায় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদানের জন্য ১৫ সদস্যবিশিষ্ট এই ব্যবস্থাপনা পর্ষদ (চেয়ারম্যান ১ জন, ভাইস চেয়ারম্যান ১ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, সদস্য ১২ জন) রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতি। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ দিয়ে থাকেন মহামান্য রাষ্ট্রপতি। পর্ষদের ভাইস চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ ও অন্যান্য সদস্যগণ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ৬৮টি ইউনিটের প্রতিটি ইউনিটের দুইজন ডেলিগেট এবং সংশ্লিষ্ট চার মন্ত্রণালয়ের (স্বাস্থ্য, দুর্যোগ, প্রতিরক্ষা, সমাজ কল্যাণ) চারজন প্রতিনিধি সবমিলিয়ে ১৪০ জন ডেলিগেটের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায় এবং ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনা মেট্রোপলিটন শহরে একটি করে ইউনিটসহ মোট ৬৮টি ইউনিট নিয়ে তৈরি বিডিআরসিএস, যার মাধ্যমে সোসাইটি দেশব্যাপী তার সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। প্রতিটি ইউনিটে **১১** সদস্যবিশিষ্ট একটি *নির্বাহী কমিটি* রয়েছে। ডেলিগেটদের ভোটের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ নির্বাচন হয়ে থাকে। যিনি ডেলিগেট হবেন তাকে ইউনিটের আজীবন সদস্য হতে হয়।

প্রতি তিনবছর মেয়াদের জন্য ব্যবস্থাপনা পর্ষদ গঠন করা হয়। রাষ্ট্রপতি প্রতি তিনবছর পর পর ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত করেন। তিন বছর একজন চেয়ারম্যান দায়িত্বে থাকতে পারে। তবে একজন চেয়ারম্যান সর্বোচ্চ দুই মেয়াদের বেশি দায়িত্বে থাকতে পারেন না। ভাইস চেয়ারম্যান সোসাইটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন এবং চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির সভাপতি প্রয়োজন মনে করলে ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ভেঙ্গে দিয়ে তিনমাসের জন্য একটি অ্যাডহক কমিটি গঠনের ক্ষমতা রাখে।

বিডিআরসিএস তাদের অধিভুক্ত সমিতি বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান করতে পারে। কোষাধ্যক্ষ সোসাইটির তহবিল ও অর্থ নিয়ন্ত্রণ করবেন, নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে যথাযথ হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করবেন এবং একজন নিরীক্ষক দ্বারা সোসাইটির বার্ষিক হিসাব নিরীক্ষা করা হবে। চেয়ারম্যান, সমিতি বা সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারবেন এবং ব্যবস্থাপনা পর্ষদের মাধ্যমে সোসাইটির সকল কার্যক্রম সম্পাদন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন। বর্তমান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ ২০২১-২০২৩ মেয়াদের জন্য গঠিত।

হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি: হাসপাতালের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা এবং চিকিৎসাসেবার মান উন্নয়নে নয় সদস্য বিশিষ্ট হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি আছে যেখানে এক জন কনভেনর, সাত জন সদস্য এবং এক জন সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বিডিআরসিএস'র চেয়ারম্যান কমিটিতে কনভেনর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। সাত জন সদস্যর মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, চিকিৎসক, রাজনীতিবিদ, শিক্ষক বা চিকিৎসক নন এমন মনোনিত সদস্য। উল্লেখ্য, বর্তমানে এই কমিটির সাত জনের পাঁচ জনই বিডিআরসিএস-এর ব্যবস্থাপনা বোর্ডের সদস্য যার মধ্যে আছেন বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার ও মেম্বারবৃন্দ। হাসপাতালের পরিচালক কমিটিতে সদস্য সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন।

[১৪] The Bangladesh Red Cross Society Order 1973, President's order No. 26 of 1973, 31 March 1973, Ministry of Law and Justice, Government of the People's Republic of Bangladesh, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2020/11/PO26.pdf; https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2021/06/Human-Resource-HR-Policy-.pdf, পৃষ্ঠা-১১; https://bdrcs.org/organizational-structure/

চিত্র ২.১: হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিচালনা কাঠামো

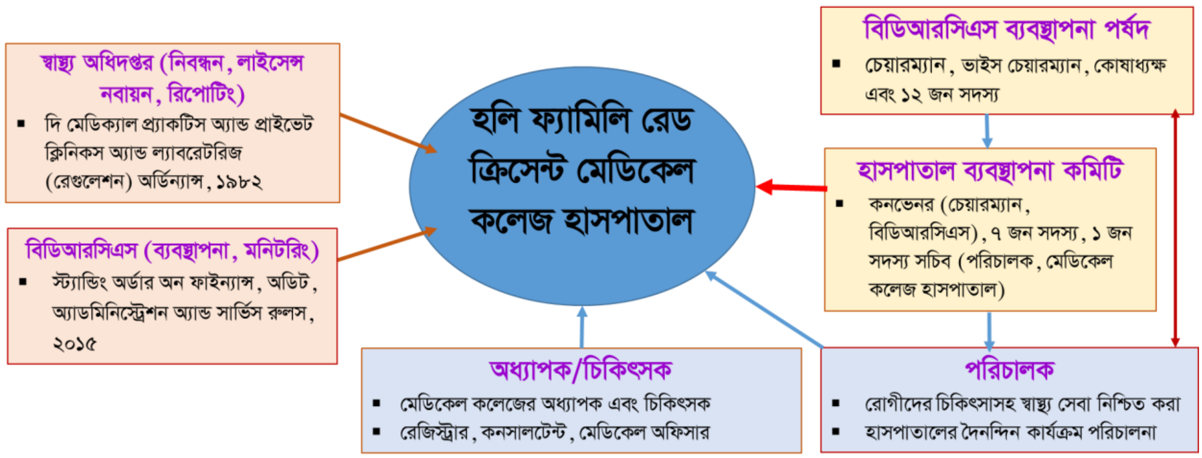

এখানে উল্লেখ্য যে, হাসপাতালটির সাথে সার্বিক সম্পর্ক ও হাসপাতালটির সুশাসনের প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্টতা ও দায়বদ্ধতা বিষয়ে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি'র (আইসিআরসি) ঢাকা অফিস থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য টিআইবি'র পক্ষ থেকে একাধিকবার যোগাযোগ করা হলেও কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। একইভাবে, ইন্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অফ রেড ক্রস অ্যান্ড রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটিজ (আইএফআরসি) এর ঢাকা অফিসের সাথেও এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য যোগাযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে, একটি সংক্ষিপ্ত ই-মেইলে তারা জানায় যে, হোলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সাথে আইএফআরসি'র সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। শুধুমাত্র, কোভিড -১৯ জরুরি পরিস্থিতিতে আইএফআরসি বিডিআরসিএস-এর মাধ্যমে হাসপাতালে কিছু চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে।

মানব সম্পদ নীতি ২০১১: বিডিআরসিএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, নিয়োগ কার্যক্রম, কর্মীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা, শাস্তি ও পুরস্কার সম্পর্কিত একটি মানব সম্পদ নীতি রয়েছে যা মানব সম্পদ নীতি ২০১১ নামে পরিচিত। নীতিটি বিডিআরসিএসের সকল ধরনের স্টাফের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে উল্লেখ করা রয়েছে। তবে সুনির্দিষ্ট করে হাসপাতাল সম্পর্কে কিছু বলা নেই। এছাড়া হাসপাতালের জন্য পৃথক কোনো মানব সম্পদ নীতিও নেই।

নীতিতে নিয়মিত, প্রকল্প, চুক্তিভিত্তিক, অস্থায়ী যে কোনো ধরনের কর্মী নিয়োগে সংশ্লিষ্ট বিভাগ হতে কর্মী রিকুইজিশন ফর্ম পূরণ করা, তিনটি বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিকে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া, এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা; সিলেকশন কমিটি/ইন্টারভিউ প্যানেল গঠন করা, প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ এবং চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন ও অনুমোদন, এইচআর কর্তৃক নিয়োগকৃত প্রার্থীর জব ডেসক্রিপশন তৈরি করা, পদোন্নতি এবং বেতন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে স্টাফ পারফরমেন্স এ্যাপ্রেইজাল অনুসরণ করা,পদোন্নতির প্রক্রিয়ায় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, ন্যায্যতার কাঠামো দ্বারা নির্ধারণ করা এবং এইচআর কর্তৃক প্রার্থীর যোগ্যতার সকল নথি কমপাইল করা ইত্যাদি সম্পর্কে বলা রয়েছে।

কর্মীদের বেতন, ইনক্রিমেন্ট, উৎসব ভাতা, গ্রাচুয়িটি, প্রভিডেন্ট ফান্ড সম্পর্কিত বিষয়গুলো নীতিতে বলা রয়েছে। কর্মীদের পদের বিপরীতে গ্রেড অনুযায়ী বেতন এবং অন্যান্য সুবিধা (বাড়ি ভাড়া, মেডিকেল, কনভেন্স) পাওয়ার বিষয় উল্লেখ রয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডের একটি অংশ যা ৯% স্টাফের মাসিক আয় হতে কর্তন করা হবে এবং প্রতিষ্ঠানও সমপরিমাণ অংশ প্রদান করবে। প্রভিডেন্ট ফান্ড অন্য যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হবে না।

অসদাচরণ, অদক্ষতা, দেরিতে উপস্থিতি ইত্যাদি কারণে একজন কর্মচারী বরখাস্ত হবে পারে। বড় ধরনের অসদাচরণের জন্য যেমন, ইচ্ছাকৃত কর্ম দ্বারা বিডিআরসিএসের সুনাম নষ্ট করা, সরাসরি বা মনোনীত সুপারভাইজারের নির্দেশ মেনে চলতে অস্বীকৃতি, চুরি বা জালিয়াতি বা বিডিআরসিএসের সম্পত্তি বা অর্থ ইত্যাদির ব্যাপারে অসততা, দাপ্তরিক দায়িত্বে অবহেলা, ঘুষ গ্রহণ বা প্রদান বা অবৈধ প্রতুষ্টি, বিডিএসের জন্য প্রণীত মানব সম্পদ নীতি বা নির্দেশিকা অনুসরণ না করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে কোনো ধরনের সতর্কতা ছাড়াই কর্মচারী বরখাস্ত করার সুযোগ রয়েছে।[১৫]

স্ট্যান্ডিং অর্ডার অন ফাইন্যান্স, অডিট, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড সার্ভিস রুলস ২০১৫: আদেশে ক্রয়-পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে বলা রয়েছে। আদেশটি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত আদেশটি ৩১ মার্চ ২০১৫ তারিখে প্রচার করা হয়।

[১৫] Bangladesh Red Crescent Society, Human Resource Policy 2011, বিস্তারিত, https://bdrcs.org/wp-content/uploads/2021/06/Human-Resource-HR-Policy-.pdf

অভিযোগ গ্রহণ ও প্রতিকার প্রক্রিয়া নির্দেশিকা: বিডিআরসিএস-এর একটি *কমপ্লেইন রেসপন্স মেকানিজম গাইডলাইন* আছে। গাইডলাইনটিতে অভিযোগ এবং মতামত প্রদানে অভিযোগ বাক্স স্থাপন সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া অভিযোগ গ্রহণ ও অভিযোগ নিষ্পত্তির কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে বিডিআরসিএসের হেড কোয়ার্টারে একটি হট লাই নম্বর রয়েছে। অভিযোগ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিষ্পত্তির বিষয়গুলো ডাটাবেজে লিপিবদ্ধ করা এবং এর ভিত্তিতে একটি মাসিক প্রতিবেদন তৈরি করা, অভিযোগ বাক্স খোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/দল, সপ্তাহে একদিন অভিযোগ বাক্স খোলা, অভিযোগ নিষ্পত্তি কমিটি গঠন এবং তাদের ভূমিকা ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। উক্ত নম্বরটি কমিউনিটিতে শেয়ার করতে হবে বলেও উল্লেখ রয়েছে।[১৬]

সোসাইটির কৌশলগত পরিকল্পনা (২০২১-২০২৫): বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) একটি অন্যতম হলো, ডিজিটালাইজেশন। সোসাইটির তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট রয়েছে যা *বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সেন্ট্রাল ড্যাটা এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* নামে পরিচিত। বিডিআরসিএসের বাস্তবায়িত সমস্ত প্রকল্পের অগ্রগতি মূল্যায়নের জন্য একটি উন্মুক্ত ড্যাটাবেজ হিসাবে এটি কাজ করবে বলে উল্লেখ রয়েছে।[১৭]

২.৬ এক নজরে হাসপাতাল এবং হাসপাতাল প্রদত্ত চিকিৎসা সুবিধা

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল হতে অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, কোভিড রোগীসহ অন্যান্য রোগীদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। নিম্নে হাসপাতাল প্রদত্ত সেবার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো।

সারণি ২.১: এক নজরে হলি ফ্যামিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল

এক নজরে হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল		
জনবল		- মোট ৬৫২ জন। চিকিৎসক ১০২; নার্স ২০৬; অফিস স্টাফ ২৮৯; পরিচ্ছন্নতা কর্মী ৫৫
বিভাগ ও শয্যা		- বহির্বিভাগ, অন্তর্বিভাগ, জরুরি বিভাগ, ব্লাড ব্যাংক; মোট ৫২৮ শয্যা
সেবাসমূহ		- মেডিসিন, গাইনি এন্ড অবস, শিশু, কার্ডিওলজি, নাক কান গলা ইত্যাদিসহ ২৯টি বিভাগে সেবা
সেবার ধরন	রোগ-নির্ণয়	- প্যাথলজিক্যাল ও রেডিওলজিক্যাল পরীক্ষা ইত্যাদি
	বিশেষ সুবিধা	- আইসিইউ/এনআইসিইউ/এইচডিইউ/সিসিইউ ইত্যাদি
	অপারেশন সুবিধা	- জেনারেল সার্জারি/গাইনি/অর্থোপেডিক, নিউরো, ক্যান্সারের সার্জারি ইত্যাদি
আয়		- হাসপাতালের বিবিধ সেবা ফি; সরকারি থোক বরাদ্দ; ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অনুদান - রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি হাসপাতালকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করে না
কর্মীদের বেতন		- মেডিকেল কলেজের তহবিল থেকে প্রভাষক থেকে অধ্যাপক পর্যন্ত চিকিৎসকদের বেতন - হাসপাতালের আয়ে রেজিস্ট্রার, কনসালটেন্ট, মেডিকেল অফিসার, নার্স ও কর্মচারী বেতন
দরিদ্র রোগীদের জন্য সুবিধা		- ৩০ শতাংশ শয্যা দরিদ্র রোগীদের জন্য বিনামূল্যে বরাদ্দ (শুধু চিকিৎসা ও ওষুধেরে মুল্য নেওয়া হয়) ; অন্যান্য ১৫ শতাংশ পর্যন্ত ডিসকাউন্ট

বহির্বিভাগ প্রদত্ত সেবা: বহির্বিভাগ থেকে মেডিসিন, জেনারেল সার্জারি, গাইনি অ্যান্ড অবস, নিঃসন্তান দম্পত্তির প্রাথমিক চিকিৎসা, শিশুরোগ ও টিকাদান, চর্ম ও যৌনরোগ, কার্ডিওলজি, নাক কান গলা, অর্থোপেডিক্স, নিউরো সার্জারি, ডেন্টাল সার্জারি, ফিজিক্যাল মেডিসিন ও ফিজিওথেরাপী, ইউরোলজি, চক্ষুরোগ, মানসিক রোগ, প্যাথলজি, এন্ডোস্কোপি প্রভৃতি চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। বহির্বিভাগের প্রতিটি ইউনিটে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসাসেবা প্রদানের সুবিধা রয়েছে। বহির্বিভাগের ইউনিটসমূহ সকল কর্মদিবসে খোলা থাকে। প্রতিটি ইউনিটের মাধ্যমে অন্তর্বিভাগে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা সুবিধা নেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে।[১৮]

হাসপাতালে আইসিইউ, সিসিইউ, এইচডিইউ, এনআইসিইউ এবং ডায়ালাইসিসের ব্যবস্থা রয়েছে। নিজস্ব অক্সিজেন প্লান্টের মাধ্যমে রোগীদের অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়। নিজস্ব ল্যাবে প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করানো হয়। সিটি স্ক্যান, এক্সরে, ৪ডি কালার ড্রপলার আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি, ইকোকার্ডিগ্রাম ও ইটিটি, এন্ডোস্কোপি/কলনোস্কোপি, ইউরোফ্লোমেট্রি, সিটিজি, কোভিড-১৯ র‌্যাপিড অ্যান্টিজেন পরীক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে।[১৯]

---

[১৬] Bangladesh Red Crescent Society, Guideline on Complaints Response Mechanism (CRM), বিস্তারিত, https://bdrcs.org/guideline-on-complaints-response-mechanism-crm/

[১৭] https://bdrcsmisweb.azurewebsites.net/

[১৮] হাসপাতালের বহির্বিভাগে টানানো প্রদত্ত তালিকা হতে সংগৃহীত, জুলাই ২০২২

[১৯] প্রাগুক্ত

হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা সার্জারি, গাইনি, অর্থোপেডিকস, ইএনটি, নিউরোসার্জারি ও চোখের সব ধরনের প্রচলিত অপারেশনের সুবিধা রয়েছে। অত্যাধুনিক অপারেশনের মধ্যে রয়েছে- ল্যাপারোস্কোপিক পদ্ধতিতে পিত্তপাথর ও পিত্তথলি অপসারণ, টিইউআরপি পদ্ধতিতে প্রোস্টেট অপসারণ, ফাংশনাল এন্ডোস্কোপিক সাইনাস সার্জারি বা এফইএসএস-এর মাধ্যমে নাক ও সাইনাসের বিভিন্ন অপারেশ এবং কানের পর্দা জোড়া লাগানোর জন্য টিম্প্যানোপ্লাস্টি অপারেশন, চোখের ছানি চিকিৎসায় অত্যাধুনিক ফ্যাকো অপারেশন, স্টেরিওটেক্সি পদ্ধতিতে নিউরোসার্জারি অপারেশন, নাক কান গলার ক্যান্সারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো অপারেশন। রোগের মাত্রা ও চিকিৎসকের ওপর নির্ভর করে অপারেশন চার্জ নির্ধারিত হয়।[২০]

বহির্বিভাগের সেবা প্রদানের সময়সূচি ও ডাক্তার ফি: বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর জন্য সকাল ৮: ০০টা হতে টিকিট বিক্রি শুরু হয়। প্রথমবার ডাক্তার দেখানোর জন্য ৪০০ টাকা মূল্যের একটি কার্ড ক্রয় করতে হয়। পরবর্তী এক বছর এই কার্ড দেখিয়ে ৩০০ টাকা ভিজিট দিয়ে সেবা নেওয়া যায়। শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিন সকাল ১০:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত বহির্বিভাগে রোগী দেখা হয়। জরুরি ও অন্তর্বিভাগ হতে ২৪ ঘন্টা সেবা প্রদান করা হয়।[২১]

অন্তর্বিভাগে রোগী ভর্তি প্রক্রিয়া: ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী হাসপাতালে জরুরি বিভাগ অথবা বহির্বিভাগের রোগী ভর্তি করা হয়। ভর্তি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনার জন্য অনুসন্ধান ডেস্ক রয়েছে। ভর্তির সময় হাসপাতালে রোগীর সাথে একজন থাকতে পারে এবং তার জন্য একটি কার্ড সরবররাহ করা হয়। রোগীর সাথে দেখা করতে দর্শনার্থীদের জনপ্রতি দশ টাকার গেইট পাস ক্রয় করতে হয়।[২২]

হাসপাতালের অবকাঠামো

তিনতলাবিশিষ্ট হাসপাতালে ১৫টি ওয়ার্ড রয়েছে। সিঙ্গেল কেবিন রয়েছে ৭০টি, ভিআইপি কেবিন ছয়টি, দুই থেকে ছয় জন থাকা যায় এ ধরনের কেবিন রয়েছে ১০০-১৫০টির মতো।[২৩] কেবিনভেদে ভাড়ার মূল্য ভিন্ন হয় যা ১,২০০-৫,০০০ টাকা পর্যন্ত, সাধারণ ওয়ার্ড ভাড়া ৯০০ টাকা, ইনকিউবেটর ওয়ার্ড ভাড়া ১,৫০০ টাকা, ভিআইপি স্যুট ৮,০০০-৯,০০০ টাকা, আইসিইউ ভাড়া ১৫,০০০ টাকা, এইচডিইউ ৭,০০০ টাকা, সিসিইউ ভাড়া ২,৫০০ টাকা।[২৪] অপারেশন থিয়েটার রয়েছে সাতটি।[২৫] আইসিইউ শয্যা আছে ১৫টি।[২৬]

চিকিৎসক উপস্থিতি নিশ্চিতে ফিঙ্গার প্রিন্ট যন্ত্র রয়েছে। ডাক্তার ও রোগীদের ব্যবহারের জন্য হাসপাতালে মোট চারটি লিফট আছে। এরমধ্যে বহির্বিভাগে একটি এবং অন্তর্বিভাগে তিনটি। রোগী কর্তৃক অভিযোগ প্রদানে ৪টি অভিযোগবাক্স রয়েছে। এরমধ্যে অন্তর্বিভাগে তিনটি এবং বহির্বিভাগে একটি। অগ্নি নির্বাপণ ও নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র রয়েছে এবং নিজস্ব জেনারেটর দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা রয়েছে। ৪০টি মরদেহ ধারণসম্পন্ন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত হিমঘর রয়েছে। অন্তর্বিভাগের দ্বিতীয় তলায় এবং বহির্বিভাগের নিচতলায় হাসপাতালের নিজস্ব ওষুধের দোকান রয়েছে। হাসপাতালের মোট ৭টি অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে। দুটি আইসিইউ রোগীদের জন্য, বাকিগুলো সাধারণ রোগীদের জন্য। ভাড়ার জন্য অত্যাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন আই.সি.ইউ অ্যাম্বুলেন্স রয়েছে।

হাসপাতালের জনবল

৫২৮ শয্যার হাসপাতালটিতে কর্মরত চিকিৎসক (মেডিকেল অফিসার ও রেজিস্ট্রার) ১০২ জন, নার্স ২০৬ জন, প্রশাসনিক কর্মী ২৮৯ জন, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ৫৫ জন (নিজস্ব-১৯, আউটসোর্সিং-৩৬)।

হাসপাতালের আয়ের উৎস

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান। হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ও এর ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম হাসপাতালের নিজস্ব আয়, সমাজের বিত্তবান ও দানশীল ব্যক্তিবর্গের অনুদান, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থের মাধ্যমে পরিচালিত হয়ে থাকে। হাসপাতালে বিভিন্ন মর্যাদার চিকিৎসক কর্মরত। হাসপাতালে কর্মরত রেজিস্ট্রার, কনসালটেন্ট, মেডিকেল কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন রোগী সেবার আয় হতে বহন করা হয়। কিন্তু হাসপাতালের পরিচালক (অধ্যাপক) এবং রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের প্রভাষক থেকে অধ্যাপক মর্যাদার চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতন দেওয়া হয় মেডিকেল কলেজের আয় থেকে। হাসপাতালের প্রতিবছরের বাজেট (প্রাপ্তি) হাসপাতাল কর্তৃক প্রস্তুত করা হয়।

[২০] প্রাগুক্ত

[২১] https://www.holyfamily.com.bd/service/opd-patient

[২২] প্রাগুক্ত

[২৩] ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে হাসপাতাল পরিচালকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী

[২৪] জরুরি বিভাগের অভ্যন্তরে টানানো তালিকা হতে সংগৃহীত

[২৫] https://www.hfrcmc.edu.bd/content.php?f=Prospectus, অনুসন্ধানের তারিখ, সেপ্টেম্বর ২০২২

[২৬] https://www.holyfamily.com.bd/department/icu/35

সেবা সংক্রান্ত তথ্য

সেবাগ্রহীতা ও তাদের এটেনডেন্টরা ভর্তি, সেবা সংক্রান্ত, তথ্য ও সহযোগিতার জন্য হাসপাতালে একটি অভ্যর্থনা ও অনুসন্ধান ডেস্ক রয়েছে। অন-কল চিকিৎসকদের নাম্বার, হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ড, বিভাগ ও কেবিন, ওটি, আইসিইউ, ডায়ালাইসিস সেন্টার ইত্যাদির অবস্থান, চিকিৎসকের সাথে ওষধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাক্ষাৎ,[২৭] বহির্বিভাগের চিকিৎসকের সাথে সাক্ষাৎ, সেবা মূল্য[২৮] সেবা সম্পর্কিত জরুরি তথ্যসহ বিভিন্ন নির্দেশিকা হাসপাতালে টানানো রয়েছে।

সেবা গ্রহণকারী রোগীর পরিসংখ্যান

২০১৭-২০২২ সময়ে হাসপাতাল প্রদত্ত রোগীর পরিসংখ্যান পর্যালোচনায় দেখা যায়, সেবা নেওয়া রোগীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়নি। ২০১৭ সালে অন্তর্বিভাগ হতে সেবা নেওয়া রোগীর সংখ্যা যেখানে ছিল ১৪,৮৭৮ জন, ২০২২ সালে এই সংখ্যা ১১,৩৫০ জন।[২৯]

সারণি ২.২: হাসপাতাল থেকে সেবা গ্রহণকারী রোগীর পরিসংখ্যান

সাল	বহির্বিভাগ	অন্তর্বিভাগ	মোট
২০২২	৫৩,৩৭১	১১,৩৫০	৬৪,৭২১
২০২১	৪১,৪২৪	১১,৪৩৭	৫২,৮৬১
২০২০	২৪,৪২৮	৭,০৯৯	৩১,৫২৭
২০১৯	৬০,২৫৩	১৬,৭৩০	৭৬,৯৮৩

২.৭ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা

২.৭.১ সংশ্লিষ্ট আইন বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতা: বিধি (পিও-২৬, ১৯৭৩) অনুসারে বিডিআরসিএসকে সোসাইটি এবং সোসাইটি অধিভুক্ত সমিতি বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। বিডিআরসিএসের ১৫ সদস্যবিশিষ্ট ব্যবস্থাপনা পর্ষদ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালটি পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে। হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিডিআরসিএসের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালিত হলেও হাসপাতাল পরিচালনায় বিডিআরসিএস-এর সুনির্দিষ্ট বিধি/নীতিমালার অনুপস্থিতি রয়েছে। এতে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন নিশ্চিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে। বিশেষকরে;

- হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও কাদের সমন্বয়ে গঠিত হবে সে সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকা; বিডিআরসিএস-এর ভাইস চেয়ারম্যান, ট্রেজারার ও ক্ষমতাসীন দলীয় রাজনীতি সংশ্লিষ্টদের কমিটিতে প্রাধান্য, হাসপাতাল পরিচালনা, নিয়োগ, বিভিন্ন উন্নয়ন কাজ, অনুদানের অর্থের আয়-ব্যয়সহ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় বিডিআরসিএস চেয়ারম্যানকে একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।
- সংস্থার প্রধান নির্বাহী হিসাবে চেয়ারম্যান ব্যবস্থাপনা পর্ষদের মাধ্যমে সোসাইটির সকল কার্যক্রম সম্পাদন এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পণের বিধান এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।

এছাড়াও হাসপাতাল পরিচালনায় আরও কিছু আইনি কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যেমন;

- বিডিআরসিএসকে হাসপাতালসহ সোসাইটি এবং সোসাইটি অধিভুক্ত সমিতি বা সংস্থার কার্যক্রম পরিচালনা, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানসহ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সমুদয় ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে;
- বিডিআরসিএসের মানব সম্পদ নীতি থাকলেও হাসপাতালে নিয়োগসহ পরিচালনায় আলাদা মানব সম্পদ নীতিমালা নেই; এবং - এনাম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের আলাদা মানব সম্পদ কাঠামো বা অর্গানোগ্রাম থাকার কথা বলা হলেও রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জন্য আলাদা মানব সম্পদ কাঠামো/আর্গানোগ্রাম নেই। ফলে অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ তৈরি হয়েছে।

২.৭.২ প্রয়োজনের অতিরিক্ত প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ: হাসপাতালটিতে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, কানসালটেন্ট, রেজিস্ট্রার, মেডিকেল কর্মকর্তা, ইন্টার্ন ডাক্তার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও কর্মচারী কাজ করেন। মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বিধায় মেডিকেল কলেজের ডাক্তাররা হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসাসেবার প্রদান করেন। তবে ৫২৮ শয্যার হাসপাতালটিতে জনবল রয়েছে ৬৫২ জনের অধিক।[৩০] হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ দেওয়ার

[২৭]হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অফিস আদেশ, স্মারক নং-হলি/প্রশাঃ/১০০৪/০৭৪/২০২২, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২

[২৮] হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে টানানো তালিকা হতে সংগৃহীত, জুন ২০২২

[২৯] ৩০ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে হাসপাতালের আইটি বিভাগ হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী

[৩০] ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে হাসপাতাল পরিচালকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী

ঘটনা ঘটেছে। তথ্যদাতাদের মতে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগের ফলে প্রশাসনিক কাজে প্রয়োজনের চেয়ে প্রায় তিনগুণ বেশি জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। উল্লেখ্য ৬৫২ জনবলের হাসপাতানে ৩৪৪ জনই প্রশাসনিক পরিচালনার সাথে সম্পৃক্ত। অতিরিক্ত প্রশাসনিক জনবল নিয়োগের ফলে হাসপাতালে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে অনেকের সুনির্দিষ্ট কোনো কাজ নেই। সুনির্দিষ্ট কাজ না থাকায় তারা অলস সময় ও ছুটি কাটান। নিয়োগকৃত এই জনবল হাসপাতালের কোনো কাজে আসে না বলে তথ্যদাতারা জানান। এক তথ্যানুযায়ী, হাসপাতালে কর্মরত কর্মীদের ২০৮ জনের সুনির্দিষ্ট কোন কাজ নেই। এরমধ্যে হাসপাতালের ইনফরমেশন শাখায় ৪৫ জন, মেইনটেনেন্স শাখায় ২৭ জন, অন্যরা বিভিন্ন শাখায়। অন্যদিকে, হাসপাতালটিতে কিছু সুনির্দিষ্ট পদে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালের মেইনটেনেন্সের সকল কাজও আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে করানো হয়।[৩১]

২.৭.৩ চিকিৎসা কার্যক্রম পরিচালনায় চিকিৎসক, নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবলের ঘাটতি

চিকিৎসকের স্বল্পতা: হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক মর্যাদার চিকিৎসকেরা হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী দেখেন। বহির্বিভাগের চিকিৎসকরা অন্তর্বিভাগেও রোগী দেখেন যদি তার অধীনে কোনো রোগী ভর্তি হয়। প্রত্যেক অধ্যাপক সপ্তাহে দু'দিন বহির্বিভাগে রোগী দেখেন। দুইদিন চেম্বার করার ফলে পাঁচদিনের একটি গ্যাপ তৈরি হয়। এটি বহির্বিভাগের প্রায় সকল বিভাগের ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। আবার দায়িত্বরত কোনো অধ্যাপক ছুটিতে থাকলে অন্য একজনকে দায়িত্ব দেওয়া হলে ওই দিন ঐ ডাক্তারের যদি ওটি থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে দায়িত্ব পালন করাটা কঠিন হয়ে যায়। এ সকল ক্ষেত্রে বাকি দিনগুলোতে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, মেডিকেল কর্মকর্তা রোগী দেখেন। তবে অনেকক্ষেত্রে প্রয়োজনে অধ্যাপক কর্তৃক রোগী দেখানোর দরকার হলেও সেই সুযোগ সীমিত ফলে সেবাগ্রহণকারীরা অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

হাসপাতালে কর্মরত জুনিয়র ডাক্তার/ডিউটি ডাক্তার (মেডিকেল অফিসার, রেজিস্ট্রার) পদে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। এই পদের প্রায় ১০২ জন চিকিৎসক রয়েছে। মহামারিসহ সঙ্কটকালে এ ঘাটতি প্রকট হয়। সার্বক্ষণিক চিকিৎসা সেবায় হাসপাতালে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কনসালটেন্টের ঘাটতি রয়েছে। হাসপাতালে কনসালটেন্ট রয়েছে মাত্র তিনজন।[৩২]

গাইনি, সার্জারি, আইসিইউ, সিসিইউ ইউনিটে চিকিৎসকের ঘাটতি রয়েছে। রেডিওলজিতে মেডিকেল অফিসার নেই। আলট্রাসনোতে জনবলের ঘাটতি রয়েছে। এতে আল্ট্রাসউন্ড সেবাগ্রহীতাদের দীর্ঘ ভোগান্তি পোহাতে হয়। আইসিইউতে চিকিৎসকের অবহেলায় অনেক রোগী মারা গেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৩৩] কোনো কোনো ক্ষেত্রে জনবলের ঘাটতি আবার কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ জনবলের ঘাটতিতে সেবার মান খারাপ হয়, সুনাম কমে যায় এবং রোগীর সংখ্যা হ্রাস পায় বলে তথ্যদাতারা জানান।

নার্সের স্বল্পতা: দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স ১৯৮২ অনুযায়ী, প্রতি ১০ শয্যার জন্য (তিন শিফটে মোট) তিনজন চিকিৎসক, ছয়জন নার্স, এবং তিনজন পরিচ্ছন্নতা কর্মী রাখার কথা বলা রয়েছে।[৩৪] সেই হিসাবে হাসপাতালে বর্তমানে নার্সের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়। রোগীর পরিচর্যায় হাসপাতালে ২০৬ জন নার্স নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে সুপারিনটেনডেন্ট/ মেট্রন ১ জন, সহকারী মেট্রন ২ জন, নার্সিং সুপারভাইজর ৪৫ জন, স্টাফ নার্স ৭২ জন, কন্ট্রাক্ট নার্স ২৩ জন এবং জুনিয়র নার্স ৬৩ জন। হাসপাতালে কর্মরত নার্সদের মধ্যে অনেকের সরকারি চাকরি হওয়ায় এবং যারা চুক্তিভিত্তিক কাজ করছিল তাদের অন্যত্র স্থায়ী চাকরি হওয়ায় হাসপাতালে নার্সের ঘাটতি দেখা দেয়। রোগীর সংখ্যা বেশি হলে নার্সের সঙ্কট প্রকট হয়। আবার ইন্টার্ন নার্স যারা হাসপাতালে চিকিৎসাসেবার কাজে সম্পৃক্ত থাকে, করোনা মহামারিতে নার্সিং কলেজ বন্ধ থাকায় চিকিৎসাসেবা প্রদানে নার্স সঙ্কট আরও তীব্র হয়েছিল।[৩৫]

প্রতি ওয়ার্ডে শিফট অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক নার্সের সঙ্কট রয়েছে, বিশেষ করে ডাক্তারের রাউন্ডের সময় রোগীর সমস্যা, ওষুধ সংক্রান্ত পরামর্শ, এবং ফলো-আপের সময় সংশ্লিষ্ট নার্সকে উপস্থিত থাকতে হয়। এক্ষেত্রে অন্য রোগীর জরুরি প্রয়োজনে নার্সকে পাওয়া যায় না। সাধারণত প্রত্যেক ওয়ার্ডে তিন শিফটে মোট ৭ জন করে নার্স দেওয়া হয় – সকালে তিন জন (সিনিয়র ২ জন ও জুনিয়র ১ জন), দুপুরে দুইজন (সিনিয়র ১ জন ও জুনিয়র ১ জন) এবং রাতের বেলা দুই জন (সিনিয়র ১ জন ও জুনিয়র ১ জন)। সেই হিসেবে হাসপাতালে নার্সের ঘাটতি রয়েছে। নার্স ঘাটতিতে রোগীর সেবায় বিঘ্ন ঘটে এবং নার্সরা অতিরিক্ত চাপে শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত থাকেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানায়। ২০২১ সালে নার্সের চাহিদা দেওয়া হলেও হাসপাতালের আর্থিক সংকটের কারণে নতুন নার্স নেওয়া হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজন জানায়।

---

[৩১] ডিবিসি নিউজ, ৬ আগস্ট ২০২১, বিস্তারিত, https://dbcnews.tv/news/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম/; বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২০, বিস্তারিত, https://bangla.bdnews24.com/health/article1802394.bdnews

[৩২] ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে হাসপাতাল পরিচালকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী

[৩৩] বাংলা নিউজ ২৪.কম, ১৬ নভেম্বর ২০১৬, https://www.banglanews24.com/health/news/bd/617600.details

[৩৪] http://bdcode.gov.bd/upload/bdcodeact/2020-11-18-16-54-35-638_Ordinance_No_IV_of_1982_final_26_04_2006.pdf

[৩৫] ২৫ অক্টোবর ২০২২ তারিখে সংশ্লিষ্ট ইউনিটে কর্মরত মেট্রনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী

হাসপাতালে পরিচ্ছন্নতা কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। পরিচ্ছন্নতা কর্মী রয়েছে ৫৫ জন (হাসপাতালের নিজস্ব নিয়োগকৃত ১৯ জন, আউটসোর্সিং ৩৬ জন)।[৩৬]

২.৭.৪ হাসপাতালে আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি: হাসপাতালের আর্থিক সামর্থ্যের ঘাটতি রয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাওনা প্রায় ৫৩.১৫ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সময়মতো বেতন ভাতা ও অন্যান্য আর্থিক সুবিধা না পাওয়ায় কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের প্রতি অনীহা তৈরি হয়, কাজে ফাঁকি দেওয়ার মানসিকতা তৈরি হয়, কাজের প্রতি আগ্রহ হারায়, অনৈতিকভাবে অর্থ আয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে তথ্যদাতারা জানান।

সারণি ২.৩: হাসপাতালের বিভিন্ন খাতে বকেয়ার পরিমাণ

খাত	বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)
বেতন	১০ কোটি (প্রায়)
প্রভিডেন্ট ফান্ড	০৮ কোটি (প্রায়)
গ্রাচুয়িটি	৩১ কোটি (প্রায়)
ওষুধ ক্রয় (ওষুধ কোম্পানি)	০৪ কোটি (প্রায়)
অন্যান্য	১৮ লক্ষ (প্রায়)
মোট বকেয়া	**৫৩.১৮ কোটি**

৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের তথ্যানুযায়ী

বকেয়া বেতন: হাসপাতালে কর্মরত মেডিকেল অফিসার, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন নিয়মিত নয়। ২০১৭ সাল থেকে বেতন অনিয়মিত হওয়াসহ একটানা পাঁচ থেকে সাত মাসের বেতন বকেয়া থাকার ঘটনাও ঘটেছে।[৩৭] ফলে অনেক কর্মকর্ত-কর্মচারী চাকরি ছেড়েছে এবং বিবিধ সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন বলে তথ্য দাতারা জানান। উল্লেখ্য, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখের তথ্যানুযায়ী হাসপাতালে বকেয়া বেতনের পরিমাণ প্রায় ১০ কোটি টাকা।[৩৮]

বকেয়া গ্র্যাচুইটি: গ্রাচুইটির টাকা অবসরের পর একাকালীন দেওয়ার কথা থাকলেও হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হতে অবসর নেওয়া চিকিৎসক, কর্মকর্তা, সেবিকা ও কর্মচারীবৃন্দের ২৩৬ জনের এককালীন গ্রাচুইটির অর্থ বকেয়া রয়েছে।[৩৯] উল্লেখ্য, তথ্য সংগ্রহকালীন সময় পর্যন্ত গ্রাচুইটির প্রায় ৩১ কোটি টাকা বকেয়া ছিল।[৪০] ২০০৫ সালের পূর্বে কয়েক কিস্তির মাধ্যমে এবং এর পরবর্তীতে প্রতি মাসে অথবা দুই থেকে তিনমাস অন্তর পাঁচ হাজার টাকা থেকে দশ হাজার টাকা করে দেওয়া হতো। আবার এসবকর্মী যখন তার নিজের বা পরিবারের কোনো সদস্য হাসপাতাল হতে সেবা গ্রহণ করে তখন সেবার মূল্য হিসাবে গ্রাচুইটির টাকা হতে কেটে রাখা হতো। অর্থ সংকটের কারণে বর্তমানে এটি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রয়েছে।[৪১] অবসরপ্রাপ্ত একজন নার্সিং সুপারভাইজারের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, "দীর্ঘ ৩৫ বছর হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালে নার্সিং সেবায় নিয়োজিত ছিলাম, ২০১৮ সালে চাকুরি থেকে অবসরে যাই, গ্রাচুইটির প্রায় ৩৩ লাখ টাকা জমা হয়েছে, অদ্যাবধি (১৩ এপ্রিল ২০২২) গ্রাচুইটির টাকা পাইনি।" ইতোমধ্যে ১০ থেকে ১২ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী গ্রাচুইটির অর্থ পাওয়ার আগে মৃত্যুবরণ করেন।[৪২] গ্রাচুইটির টাকা না পাওয়ায় ডাক্তার, নার্স ও কর্মী দুটি (২০১২ এবং ২০২২ সালের দিকে) রিট মামলা দায়ের করেন। ইতোমধ্যে একটি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে যেখানে গ্রাচুয়িটির টাকা নিস্পত্তির নির্দেশনা দেওয়া হলেও কবে নাগাদ টাকা দিতে হবে তা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়নি। পরবর্তীতে ২০২২ -এ ডাক্তার, নার্স ও কর্মী গ্রাচুয়িটির টাকা নিস্পত্তিতে সুনির্দিষ্ট তারিখ চেয়ে রিট মামলা করেছে।

বকেয়া প্রভিডেন্ট ফান্ড: হাসপাতালে যাদের চাকরি স্থায়ী হয়েছে সেসব স্টাফের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (ভবিষ্য তহবিলে) সুযোগ রয়েছে। প্রভিডেন্ট ফান্ডে সংশ্লিষ্ট স্টাফের বেতন স্কেল হতে যে পরিমাণ টাকা কেটে রাখা হয় তার সমপরিমাণ টাকা হাসপাতাল থেকে জমা

[৩৬] হাসপাতাল পরিচালকের দেওয়া তথ্যানুযায়ী পরিচ্ছন্নতা কর্মী বলতে ক্লিনার, সুইপার, হাউজ কিপিং, মালি ইত্যাদি পদগুলোকে বুঝানো হয়েছে
[৩৭] বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২২; বিস্তারিত
https://bangla.bdnews24.com/health/article1802394.bdnews
[৩৮] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২১ ডিসেম্বর ২০২২
[৩৯] সারা বাংলা, ১৩ নভেম্বর ২০১৮। বিস্তারিত https://sarabangla.net/post/sb-168687/
[৪০] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২১ ডিসেম্বর ২০২২
[৪১] সারা বাংলা, ১৩ নভেম্বর ২০১৮। বিস্তারিত https://sarabangla.net/post/sb-168687/
[৪২] প্রাগুক্ত

করা হয়। জানা যায়, বিভিন্ন সময় পরিচালকরা এই অর্থ বকেয়া রেখেছে। পিএফ তহবিলে প্রায় আট কোটি টাকার ঘাটতি রয়েছে।[৪৩] এটি ২০০১ থেকে ২০০৫ সালের ঘটনা যা অদ্যাবধি বকেয়া রয়েছে। ২০০৫ সালের পর পিএফ তহবিলে নতুন করে কোনো কর্মীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নিজের তত্ত্বাবধানে রেখেছে এবং পরবর্তীতে তা তুলে খরচ করেছে। হাসপাতালে অর্থের ঘাটতিতে কর্মীদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা খরচ করা হয় বলে জানা যায়। এতে কর্মীরা প্রভিডেন্ট ফান্ডের বিপরীতে বছর শেষে লভ্যাংশ এবং ঋণ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

ওষুধ কোম্পানির কাছে বকেয়া: হাসপাতালের কাছে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির বিল বকেয়া রয়েছে। বকেয়ার টাকা পরিশোধ না হওয়ায় হাসপাতালে বিভিন্ন কোম্পানির ওষুধের সরবরাহ কমেছে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ এর তথ্যানুযায়ী, এ বকেয়ার পরিমাণ প্রায় চার কোটি টাকা।[৪৪] সাধারণ নাপা থেকে উচ্চপর্যায়ের অ্যান্টিবায়োটিক পর্যন্ত ওষুধের ঘাটতি রয়েছে। ফলে চিকিৎসকের দেওয়া ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী সকল ধরনের ওষুধ রোগীরা হাসপাতাল হতে পায়না, এবং রোগীর স্বজনদের কখনো কখনো ভোগান্তির শিকার হতে হয়। হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা বিভিন্ন সময়ে যেসব ওষুধ হাসপাতাল হতে পায় না সেগুলোর মধ্যে রয়েছে, ওরাডিন, থাইরিন, রিভোট্রিল, গলনামের, প্যাথেডিন ইনজেকশন, ইনজেকশন মেকলার, ইনজেকশন বারবিট, ইনজেকশন জবির ২৫০, ইনজেকশন ছেফরন ৫০০, সিফটন ২০০, এসিমক্স ইত্যাদি। এসব ওষুধ রোগীর অ্যাটেন্ডেন্টদের হাসপাতালের বাইরের ফার্মেসি থেকে কিনতে হয়। এছাড়াও হাসপাতালের অন্যান্য খাতেও বকেয়া রয়েছে যার পরিমাণ প্রায় ১৮ লক্ষ টাকা।[৪৫]

প্রচার-প্রচারণায় ঘাটতি: হাসপাতালটিতে রোগীদের সেবা গ্রহণে আগ্রহী করতে প্রচারণার প্রয়োজন। কিন্তু আর্থিক সক্ষমতা ও এই খাতে বাজেট ঘাটতির কারণে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। গণমাধ্যমে হাসপাতালের প্রচারণার জন্য বাজেট নেই। প্রচারণার জন্য কিছু লিফলেট, বিল-বোর্ড/সাইনবোর্ড, ব্যানার তৈরি করা হলেও তা পর্যাপ্ত নয়। হাসপাতালে অধ্যাপক মর্যাদার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ডাক্তারদের সম্পর্কে প্রচারণা নেই। হাসপাতালের সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে জানানোর জন্য বিপণন কর্মকর্তা নিয়োগের প্রয়োজন হলেও আর্থিক ঘাটতির কারণে তা করা যাচ্ছে না। ফলে হাসপাতালের সুনির্দিষ্ট সেবা সম্পর্কে মানুষ অবগত নয়।

চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানে বকেয়া: হাসপাতালে বিভিন্ন পরীক্ষার সুবিধা না থাকায় ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর সাথে চুক্তি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালের এমআরআই যন্ত্রটি অকার্যকর থাকায় পদ্মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের সাথে ২০১২ সালে চুক্তি হয় যার আওতায় এমআরআই ও হরমোন পরীক্ষার রোগীদের পদ্মাতে পাঠানো হতো। আর্থিক অবস্থা ভালো না থাকায় পদ্মা ডায়াগনস্টিক সেন্টারের কাছে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা বকেয়া রয়েছে।

হাসপাতালের বাজেট, আয় ও ব্যয়: ২০১৯ সাল হতে ২০২২ সাল পর্যন্ত হাসপাতালের বাজেট ও প্রকৃত আয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, বাজেটের তুলনায় প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি।

সারণি ২.৪: হাসপাতালের বাজেট, প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় (টাকায়)

সাল	বাজেট	প্রকৃত আয়	প্রকৃত ব্যয়
২০২২	৭৯,১০,০০,০০০	৬৭,৪০,৫৭,৩৯৫	৫৮,৬০,৮৭,৪১১
২০২১	৬৩,৩২,৬৬,০০০	৬৭,০৮,৮২,২৫০	৫৬,৭৭,২৫,৬০৬
২০২০	৭৫,২৭,৪৬,০০০	৪৫,৮২,৫৫,০৬৪	৫৫,২২,৩৯,০৪৫
২০১৯	৭১,৭৫,৮৫,০০০	৬৪,৯৭,৪৯,৭২৬	৬২,২৬,৭৩,৩৭৫

অন্যদিকে, ২০১৯ এবং ২০২২ সালে হাসপাতালে রোগী ভর্তিতে খাত অনুযায়ী আয় পর্যালোচনায় দেখা যায়, কিছু খাতে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি। বরং কিছু খাতে আয় কমেছে।

চিত্র ২.১: হাসপাতালের আয়ের খাত

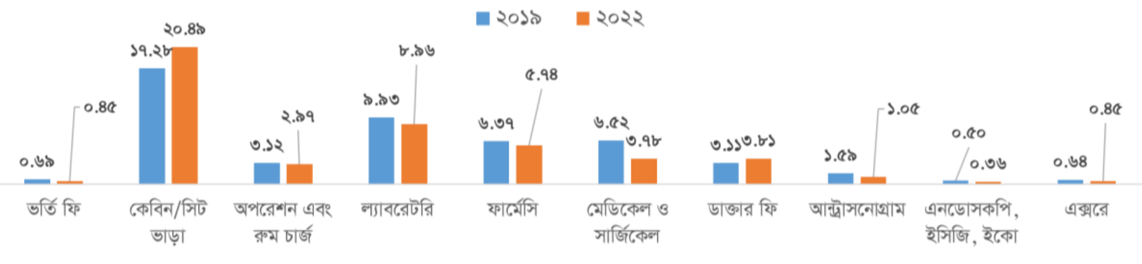

---

[৪৩] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২১ ডিসেম্বর ২০২২

[৪৪] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ৩১ ডিসেম্বর ২০২১

[৪৫]প্রাগুক্ত

যেমন, ভর্তি ফি, ল্যাবরেটরি, ফার্মেসি, মেডিকেল ও সার্জারি, আলট্রাসনোগ্রাম, ইসিজি ইত্যাদি (চিত্র ২.১)। অন্যদিকে, ব্যয়ের চেয়ে আয় বেশি থাকলেও হাসপাতালের অনেক ক্ষেত্রে বকেয়া ও ঘাটতি আছে।[৪৬]

২.৭.৫ হাসপাতালের অবকাঠামো, চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সুবিধার ঘাটতি: হাসপাতালটিতে রোগীদের মানসম্মত সেবাদানের উপযোগী করতে অবকাঠামোগত দুর্বলতা বিদ্যমান। অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার অন্যতম একটি কারণ বলে তথ্যদাতারা জানান। নিম্নে অবকাঠামো ও চিকিৎসা সুবিধার ঘাটতির ধরন তুলে ধরা হলো; কেবিনে বিবিধ সমস্যা

কেবিনে সুযোগ সুবিধার ঘাটতি: পুরোনো ভবন হওয়ায় হাসপাতালে আধুনিক সুযোগ-সুবিধার অভাব রয়েছে। যেমন কেবিনের মোজাইক, ওয়াশরুমের দরজা ও শয্যার হাতল ভাঙ্গা; বেসিনের সাথে সংযুক্ত পাইপ ও বাথরুমের কমোড নষ্ট থাকা; ডাক্তারদের ব্যবহৃত বাথরুমগুলোর মেঝে, বেসিন ও কমোড পুরাতন; ডাক্তারদের চেম্বার ও অফিস কক্ষের অবকাঠামোগত দুর্বলতা ইত্যাদি।

ইন্টার্ন ডাক্তারদের বিবিধ সমস্যা: ইন্টার্নদের কক্ষে বিশ্রাম নেওয়ার জন্য শয্যার স্বল্পতা রয়েছে। ফলে তাদের থাকা এবং বিশ্রামে সমস্যা হয়। বিশেষ করে মহামারি এবং জরুরি পরিস্থিতিতে (কোভিডকালীন) ইন্টার্ন ডাক্তারদের হাসপাতালে থাকার প্রয়োজন পড়ে। রাতে ডিউটি করে বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হলেও শয্যা স্বল্পতায় তা সম্ভব হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান। এছাড়া, তাদের কক্ষে ডেস্ক না থাকা, মেঝের টাইলস ভাঙ্গা, বেসিন অনেক পুরোনো, বাথরুমের কমোড ও লাইট নষ্টসহ বিবিধ সমস্যা বিদ্যমান।

এসি/লিফট/জেনারেটরের সমস্যা: কেবিনের এসি পুরানো হওয়ায় অধিকাংশ সময় নষ্ট থাকে। মেরামত করা হলেও সঠিকভাবে কাজ করে না বলে অভিযোগ রয়েছে। ফ্যান চললেও পর্যাপ্ত বাতাস পাওয়া যায় না এবং অধিক শব্দ করে। ফলে রোগীর ঘুমের ব্যাঘাত হয়। ইন্টার্ন ডাক্তারদের কক্ষের এসি প্রায়ই নষ্ট থাকে। মেরামত করা হলেও তা কার্যকর থাকে না, কক্ষ শীতল হয় না। দিনে দু'বার এসি মেরামত করার ঘটনাও রয়েছে। এতে রোগী ও ভিজিটরদের কষ্ট হয়।

তিনতলাবিশিষ্ট হাসপাতালে রোগীদের ব্যবহারের জন্য তিনটি লিফট রয়েছে। রোগী এবং ভিজিটরদের ব্যবহারের লিফটগুলো পুরোনো ফলে প্রায়শই মেরামত করতে হয়। এছাড়া, লিফটগুলো ধীরগতিতে কাজ করে। জরুরি রোগীকে একস্থান হতে অন্যস্থানে দ্রুত নেওয়ার ক্ষেত্রে লিফট ব্যবহার করায় সময়ক্ষেপণ হয় এবং রোগীর ঝুঁকি বৃদ্ধি করে।

টয়লেটের অপর্যাপ্ততা: হাসপাতালে প্রয়োজনের তুলনায় বাথরুম ও টয়লেট কম। বহির্বিভাগে রোগীদের ব্যবহারের জন্য টয়লেট থাকলেও এর মধ্যে কিছু ব্যবহার অনুপযোগী।

যন্ত্রপাতি ও চিকিৎসা সুবিধার ঘাটতি: হাসপাতালটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রূপান্তরিত হলেও প্রয়োজনীয় সকল রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই হাসপাতালটিতে। যেমন, ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং (এমআরআই) যন্ত্রটি অচল। তিনটি ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফি (ইসিজি) যন্ত্রের মধ্যে দু'টি খারাপ। ডেন্টাল ইউনিট অবকাঠামোগত দিক দিয়ে উন্নত করা হলেও প্রয়োজনীয় সুবিধার ঘাটতি রয়েছে। এক্স-রে মেশিন থাকলেও শুধু এক থেকে তিনটি দাঁত এক্স-রে করানো যায়, সবগুলো দাঁত একসাথে এক্স-রে করানো যায় না।

এন্ডোসকপি ও কোলোনোস্কোপি যন্ত্রটি পুরাতন যা মাঝে মাঝে বিকল হয়। চোখের চিকিৎসায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি নেই। জরুরি বিভাগের জরুরি চিকিৎসার সুবিধা থাকলেও কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট রোগীকে শক দেওয়ার জন্য ডিফিব্রিলিটর (defibrillator) যন্ত্রটি নেই। যকৃত, পিত্তথলি, পিত্তনালী এবং অগ্ন্যাশয়ের প্রকৃত অবস্থা নির্ণয়ে এবং পাথর অপসারণে ইআরসিপি যন্ত্র নেই। হৃদরোগ বিভাগ থাকলেও বাইপাস সার্জারি, এনজিওগ্রামসহ জটিল হৃদরোগের চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ওষুধের মাধ্যমে রোগীর সেবা দেওয়া হয়। এছাড়াও মেমোগ্রাফি, বায়োপসি, টিবি-GeneXpert for Mycobacterium Tuberculosis ইত্যাদি পরীক্ষা করার সুযোগ নেই।

২.৭.৬ হাসপাতালের সেবা নিশ্চিতে উপযুক্ত পরিবেশের ঘাটতি

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি: হাসপাতালে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ঘাটতি বিদ্যমান। কেবিনের ফ্যান, দরজা ও জানালা নিয়মিত পরিষ্কার করা হয় না। কমোড পুরাতন ফলে পরিষ্কার করা হলেও তা পরিষ্কার দেখায় না। দেয়াল স্যাঁতস্যাঁতে, কেবিন থেকে গুমোট গন্ধ বের হয়। কিছু ক্ষেত্রে ভিজিটরের শয্যায় ছারপোকা পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

হাসপাতালে ভর্তি এক শিশুর মা জানান, "হাসপাতালের সুন্দর রিসিপশন দেখে মনে হয় হাসপাতালের ভিতরটাও সুন্দর ও পরিপাটি। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। দশ হাজার টাকা জমা দিয়ে ভর্তি হয়েছি, না হলে শুধুমাত্র অপরিষ্কারের জন্য অন্য হাসপাতালে চলে যেতাম।

[৪৬] বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি, বাজেট ২০১৯, ২০২০, ২০২১, ২০২২

একজন রোগী সুস্থ হওয়ার জন্য হাসপাতালে আসে কিন্তু এই পরিবেশে এসে রোগী আরও অসুস্থ হয়ে যাবে, যাদের আর্থিক অবস্থা একটু ভালো তারা এই হাসপাতালে সেবা নিতে আসবে না, আবার যারা একবার সেবা নিয়ে যাচ্ছে তারাও আর আসবে না।"

রোগীর বিছানার চাদর প্রতিদিন বদলানোর প্রয়োজন হলেও তা করা হয় না। কোনো ক্ষেত্রে দুই একদিন পর পর পরিবর্তন করা হয়, কখনো রোগী থেকে বলা হলে পরিবর্তন করা হয়, আবার কখনো বলার পরও পরিবর্তন করে দেওয়া হয়না। ভর্তি রোগীরা জানায়, ভর্তির পর চার থেকে পনের দিনের মধ্যে মাত্র একদিন বিছানার চাদর পরিবর্তন করা হয়েছে। খুব কমক্ষেত্রেই বিছানার চাদর প্রতিদিন পরিবর্তন করা হয়। আবার কেবিনের পাশে রাস্তায় ময়লা রাখায় দুর্গন্ধে রোগীরা অস্বস্তি বোধ করে। রোগীদের কেউ কেউ জানায়, কোথাও শয্যা না পেয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। রোগীদের একজনের মন্তব্য -তার চার বছর বয়সের ছেলেকে নিউমোনিয়ার জন্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি করিয়েছেন। ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দীর্ঘ নয়দিন ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি ছিলাম, চিকিৎসার জন্য প্রথমে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আসতে চাইনি, পাঁচটি হাসপাতাল ঘুরেছি (ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, মাতুয়াইল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বিএসএমএমইউ ইত্যাদি), কোথাও শয্যা না পেয়ে অবশেষে বাধ্য হয়ে হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি। আরেকজন রোগীর মন্তব্য হলো, সোহরাওয়ার্দী ও অন্য হাসপাতাল ঘুরে কোথাও সিট না পেয়ে এই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছি।

নিয়ম ভেঙ্গে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি কর্তৃক চিকিৎসকদের সাক্ষাত: চিকিৎসকদের সাথে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের সাক্ষাতের সময় নির্ধারিত। উক্ত সময় ছাড়া হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ করা হতে বিরত থাকার জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নির্দেশনা রয়েছে। তবে হাসপাতাল প্রদত্ত নির্দিষ্ট সময়ের আগেই বহির্বিভাগের করিডোরে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের একাংশকে ঘোরাঘুরি করতে দেখা যায়। রোগী ডাক্তার দেখিয়ে বের হতেই তারা চিকিৎসাপত্র নিয়ে চিকিৎসক রোগীকে কি কি ওষুধ লিখলেন তা দেখতে এবং এবং মোবাইলে ছবি তুলতে রোগীদের ঘিরে ধরেন। রোগীদের জন্য তারা বিব্রতকর ও পীড়াদায়ক পরিবেশ তৈরি করেন। হাসপাতাল চত্বরে পাঁচ-ছয়জন মেডিকেল প্রতিনিধি মিলে রোগীকে ঘেরাও করে প্রেসক্রিপশন দেখার নজিরও রয়েছে। ফলে সেবা কার্যক্রমে বিঘ্ন ঘটে।

সেবা প্রদানে গাফিলতি : চিকিৎসাসেবা কাজে ডাক্তার ও নার্সদের গাফিলতির অভিযোগও রয়েছে। সাধারণত ভর্তি রোগীকে প্রতিদিন সকালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে ডাক্তার দেখেন। অনেকসময় রোগীরা জরুরি প্রয়োজনে নার্সকে ডেকে পায় না বলে অভিযোগ রয়েছে। একজন সেবাগ্রহীতা বলেন, প্রতিদিন দুইবেলা হাত-পা নাড়িয়ে ব্যায়াম করার পরামর্শ এবং এ কাজে নার্সকে সহায়তা করার জন্য বলার পরও নার্সরা তা করেন না। পরবর্তীতে ডাক্তারকে জানানোর পর ভর্তির সাতদিনের মধ্যে দুইদিন ব্যায়াম করিয়েছে। সাধারণত শিশু ওয়ার্ড এবং মেডিসিন ওয়ার্ডে এ ধরনের অভিযোগ পাওয়া যায়। হাসপাতালের সিনিয়র নার্স কর্তৃক রোগীর সাথে খারাপ আচরণ করারও অভিযোগ রয়েছে। গাইনি ওয়ার্ডে এই ঘটনাটি ঘটে। হাসপাতালের জুনিয়র নার্স কর্তৃক সিনিয়র নার্সদের এবং জুনিয়র নার্স কর্তৃক ইন্টার্ন ডাক্তারদের কথা না শোনার অভিযোগ রয়েছে। নার্স কর্তৃক হাসপাতালের বেড শিট নিয়ে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে।

ভুল চিকিৎসা প্রদান: চিকিৎসাসেবা কাজে ডাক্তার কর্তৃক ভুল চিকিৎসার অভিযোগ রয়েছে। এতে রোগী শারীরিক এবং আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হন। উদাহরণস্বরূপ, হাসপাতালে রেজিস্ট্রার কর্তৃক রোগীর ফাইল চেক না করে সরাসরি ওটিতে ঢুকে সুন্নতে খাতনার রোগীর গলার টনসিল অপারেশন করে। সতর্ক না থাকায় এমন ঘটনা ঘটেছে বলে হাসপাতাল পরিচালক জানায়। প্রচলন আছে যে, হাসপাতালের নাক, কান ও গলা বিভাগের প্রফেসররা ওটিতে না গিয়ে রেজিস্ট্রার মর্যাদার সার্জন দিয়ে ওটি করে থাকেন। আবার একজন রোগীর স্যালাইন অন্য রোগীকে দিয়ে দেওয়া হয়, পরবর্তীতে ডাক্তার রোগী ভিজিট করার সময় বিষয়টি ধরা পড়ে।

একজন রোগীর প্রেশার ফল করলে ইন্টার্ন ডাক্তার ওষুধ লিখে দেন যা রোগীর প্রেশার বাড়াতে সহায়তা করে। রাতের বেলায় কর্তব্যরত নার্স অন্য ওষুধ দেওয়ায় রোগীর অবস্থা আরও খারাপ হয় এবং রোগীকে আইসিইউতে নিতে হয়। পরবর্তীতে ইন্টার্ন ডাক্তার বিষয়টি যাচাই করে বুঝতে পারে যে, নার্স রোগীকে ভুল ওষুধ দিয়েছে।

সেবা পেতে বখশিশ প্রদান: রোগীদের হাসপাতালে ভর্তিতে জরুরি বিভাগ হতে কেবিনে আনার জন্য অনেক ক্ষেত্রে ট্রলি বা হুইল চেয়ার ব্যবহার করতে হয়। ট্রলি ব্যবহারের জন্য এবং রোগীর রিলিজের সময় হাসপাতালের কতিপয় কর্মচারী (ক্লিনার, আয়া, পিওন ইত্যাদি) বকশিশ পাওয়ার উদ্দেশ্যে রোগী বা রোগীর লোকজনের আশে-পাশে অযথা ঘোরাঘুরি করে অথবা দাড়িয়ে থাকে। এতে হাসপাতালের সুনাম ক্ষুন্ন হওয়াসহ রোগীরা বিব্রত হন। বকশিশের এ টাকার পরিমাণ ৫০ হতে ২০০ টাকা পর্যন্ত হয়ে থাকে বলে তথ্যদাতারা জানান।

হাসপাতাল কর্মীদের প্রতিবাদ-সমাবেশ এবং চিকিৎসার অনুপযোগী পরিবেশ: হাসপাতালে কর্মরত চিকিৎসক-কর্মীদের বেতন অনিয়মিত হওয়া, দীর্ঘদিন গ্র্যাচুইটির টাকা বকেয়া থাকা, পে-স্কেল ঘোষণার পর বেতন এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা পেতে বিলম্ব হওয়ার ঘটনায় বিভিন্ন সময় কর্মীরা হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রতিবাদ, সমাবেশ করেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অবরুদ্ধ করে রাখেন। এছাড়া ভুল চিকিৎসা ও রোগী মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হাসপাতালে স্থানীয় জনসাধারণের জমায়েত, উত্তেজনার সৃষ্টি এবং পরবর্তীতে পুলিশ কর্তৃক ঘটনা নিয়ন্ত্রণের ঘটনা ঘটে। এতে সেবা নিতে আসা রোগীদের মনে উদ্বেগ এবং হাসপাতাল সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা

সৃষ্টি হয়। এছাড়া, হাসপাতাল থেকে মোবাইল চুরি হওয়ার অভিযোগও রয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন স্থানে সিসি ক্যামেরা লাগানো থাকলেও তা কার্যকর নয়।

নিরপেক্ষতা বজায় রেখে সেবা প্রদানে ব্যর্থতা: রেড ক্রিসেন্ট মানবতার একটি সংগঠন যেখানে কোনো পক্ষপাতিত্ব না থাকা এবং সবার জন্য সমান সুবিধা পাওয়ার কথা থাকলেও রাজনৈতিক কারণে হাসপাতাল সেবা না পাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। একজন রোগী জানান, "ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের মারামারিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হই। ছাত্রদলের সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় সেবা পেতে ভোগান্তি পোহাতে হয়। নারী হিসেবে সেবা পেতে কোনো সমস্যা না হলেও ছাত্রদলের ছেলেরা সেবা পায়নি। বিশেষ করে একটি ছেলে তিন ঘন্টা অপেক্ষা করেও চিকিৎসা পায়নি। তার জন্য কেবিন নেওয়া হলেও সেবা পায়নি। বাধ্য হয়ে তাকে অন্য হাসপাতালে যেতে হয়েছে। রাজনৈতিক চাপে সেবা দিতে তারা অনীহা প্রকাশ করে।"

২.৭.৭ হাসপাতালের আয় বৃদ্ধিতে ব্যর্থতা

আয় বৃদ্ধিতে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি নবায়নে ব্যর্থতা: হাসপাতালের সঙ্গে বিভিন্ন কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের চুক্তি রয়েছে। এ ধরণের ২৮টি কর্পোরেট অফিসের সাথে চুক্তি থাকলেও বর্তমানে পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যকর রয়েছে। কর্পোরেট অফিসগুলোর সাথে পুনরায় চুক্তি নবায়নে কার্যকর উদ্যোগের ঘাটতি রয়েছে। ফলে হাসপাতালের আয় হ্রাস পাওয়া এবং বাজেট অনুযায়ী লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।

হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা ও আয় হ্রাস পাওয়া: হাসপাতালের আয়ের সবেচেয়ে বড় খাত কেবিন বা সিট ভাড়া। কিন্তু রোগী কমে যাওয়ায় ৫২৮ শয্যার হাসপাতালে প্রতিদিন গড়ে ৩০০ রোগী থাকে বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতা জানান। ফলে হাসপাতালের আয় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। উল্লেখ্য, ল্যাবরেটরি, ফার্মেসি, মেডিকেল ও সার্জিকেল, অপরেশন ও রুম চার্জ থেকে আয়ও ক্রমেই হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে কর্তৃপক্ষ আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়েছে।

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল একটি মানব সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হলেও হাসপাতাল প্রদত্ত চিকিৎসাসেবা মূল্য পাশের অন্য হাসপাতালের সেবার মান ও মূল্যের তুলনায় বেশী। ঢাকা শহরের বাণিজ্যিক হাসপাতাল যেমন স্কয়ার, ইবনেসিনা, ল্যাব এইড ইত্যাদি হাসপাতাল হতে হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা খরচ তূলনামূলকভাবে অনেক কম হলেও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের আশে-পাশে বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল যেমন -আদ্-দ্বীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এসব হাসপাতালে সেবা মূল্য হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল অপেক্ষা তুলনামূলক কম। যেমন, হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখানোর জন্য টিকিট মূল্য ৪০০ টাকা এবং ফলো-আপ ৩০০ টাকা যেখানে আদ্-দ্বীন হাসপাতালে এটি ২০০ টাকা এবং ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে ৮০ টাকা এবং ফলো-আপ ৫০ টাকা। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের ইমারজেন্সি ফি ৩০০ টাকা, যেখানে আদ্-দ্বীন ও ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে যথাক্রমে ২০০ টাকা ও ৮০ টাকা। খাবার মূল্য হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ৩০০ টাকা, আদ্-দীন হাসপাতালে এটি বিনামূল্যে এবং ঢাকা কমিউনিটি হাসপাতালে ১৫০ টাকা। গেইট পাশ, কেবিন, অ্যাম্বুলেন্স ইত্যাদি সেবা মূল্যও তুলনামূলক কম। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ১৬ ডিসেম্বর ২০২২ হতে প্যাথলজির সকল পরীক্ষার উপর ১৫% পর্যন্ত ছাড় দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

২.৮ উপসংহার: এ অধ্যায়ের আলোচনা ও বিশ্লেষণে দেখা যায়, হাসপাতালে অবকাঠামো, প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা, দক্ষ জনবল, আর্থিক ঘাটতি, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের ঘাটতি রয়েছে যা হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা এবং হাসপাতালের আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক নয়। দক্ষ জনবল এবং আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতিতে মানসম্মত সেবা প্রদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ব্যাহত হয়।

অধ্যায় তিন
স্বচ্ছতার ঘাটতি

৩.১ ভূমিকা

তথ্য অধিকার আইনে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়। তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের কার্যকর বাস্তবায়নে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ পরবর্তী বিভিন্ন বিধি ও নির্দেশিকা প্রণীত হয়।[৪৭] এছাড়া বাংলাদেশ সরকারের সহায়ক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে হাসপাতালটি কার্যক্রম পরিচালনা করে। হাসপাতালটি বাংলাদেশ সরকার থেকে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির মাধ্যমে অনুদান গ্রহণ করে। ফলে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী তথ্য প্রদান, তথ্য প্রকাশ ও প্রচার এবং তথ্য প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে প্রতিষ্ঠানটি বিবেচিত হবে। এ সংক্রান্ত একটি রায়ও রয়েছে। [৪৮] তথ্য অধিকার আইন মান্য না করাসহ তথ্য প্রচার, প্রসার ও স্বচ্ছতা নিশ্চিতে হাসপাতালটির বিবিধ ঘাটতি বিদ্যমান যা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

৩.২ তথ্য প্রকাশ, সরবরাহ ও ব্যবস্থাপনায় ঘাটতি

তথ্য অধিকার আইন অমান্য করা: হাসপাতালের তথ্য ব্যবস্থাপনা কাঠামো অত্যন্ত দুর্বল। তথ্য অধিকার আইন/বিধি অনুযায়ী প্রতিটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ওয়েবসাইট থাকতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তথ্য প্রাপ্তির স্বীকৃত উৎস, তথ্য প্রকাশ ও প্রচারের অন্যতম মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হবে।[৪৯] হাসপাতালের নিজস্ব ওয়েবসাইট রয়েছে। সেখানে হাসপাতাল সম্পর্কিত কিছু তথ্য থাকলেও[৫০] প্রয়োজনীয় তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। ওয়েবসাইটে শয্যার ধরন, রোগী সংখ্যা, জনবল কাঠামো, অবকাঠামো ও লজিস্টিকস, হাসপাতালের আয় ও ব্যয়সহ সম্ভাব্য বাজেট, নিরীক্ষা, সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্যের ঘাটতি রয়েছে। তথ্য সংরক্ষণ, প্রকাশ ও প্রচার সম্পর্কিত সংশ্লিষ্ট আইন, প্রবিধান ও নির্দেশিকা ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নেই।

হাসপাতালে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা অথবা হাসপাতালের দায়িত্বপ্রাপ্ত সুপারভাইজার সম্পর্কে কোন তথ্য (নাম ও মোবাইল নাম্বার) পাওয়া যায়নি। সার্বিকভাবে, হাসপাতালটি তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এবং তথ্য অধিকার প্রবিধানমালা ২০১০ এর বিবিধ ধারা অমান্য করে। প্রতিবছর একটি প্রতিবেদন প্রকাশসহ তথ্য অধিকার আইনের ধারা ৬ এ বর্ণিত নির্দেশনা যেমন প্রতিষ্ঠানের সংগঠনিক কাঠামোর বিবরণ, কার্যক্রম, কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব ও সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করার বাধ্যবাধকতা থাকলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই তথ্যগুলো প্রকাশ করেনি। এছাড়া, নাগরিক তথ্য অধিকার নিশ্চিতে প্রদত্ত সুবিধাদির বিবরণ, হাসপাতালে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা ও বিকল্প দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নাম, পদবি, ঠিকানা, ফোন ও ফ্যাক্স নম্বর ও ইমেইল সর্বসাধারণের জন্য প্রকাশ করেনি।

হাসপাতাল সম্পর্কিত জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের তথ্য সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও প্রকাশ্যে প্রদর্শন না করা: তথ্য অধিকার আইন/বিধি অনুযায়ী প্রত্যেক কর্তৃপক্ষ এবং উহার আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণে সর্বসাধারণকে তথ্য প্রদান করবে এবং সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন করবে যা ওয়েবসাইটে প্রচারসহ প্রকাশ্যে প্রদর্শনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। উক্ত আইনে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতির মধ্যে অন্যতম উপাদান হিসেবে স্বচ্ছতার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যেখানে সেবা প্রদানকারীর পরিচয়, সেবা গ্রহণ/প্রদানের খরচ ও সময় সম্পর্কে সর্বসাধারণকে অবহিত করবে।[৫১] হাসপাতাল হতে কী কী সেবা প্রদান করা হয় এ সম্পর্কিত তথ্য হাসপাতাল অভ্যন্তরে দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করা রয়েছে। তবে সেবা প্রদানে বিভাগ অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। সকল ধরনের সেবা, সেবামূল্য, সেবা প্রদানের সময়সূচি ও পদ্ধতি ইত্যাদি তথ্য সংবলিত কোনো পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই।

হাসপাতালের বহির্বিভাগে চিকিৎসাসেবায় কর্তব্যরত ডাক্তারদের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রদর্শন করা নেই। বহির্বিভাগে প্রতিদিন রোগী দেখার ক্ষেত্রে কর্তব্যরত চিকিৎসকের নাম চিকিৎসকের কক্ষের সাথে 'আজকের বিশেষজ্ঞ' নামে প্রদর্শন করা থাকলেও সময় ও বার অনুযায়ী

---

[৪৭] তথ্য অধিকার আইন ২০০৯; স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ নির্দেশিকা ২০১৪।

[৪৮]https://infocom.portal.gov.bd/sites/default/files/files/infocom.portal.gov.bd/publications/4f12611e_f2fc_4550_a7f5_53717761ede3/Decision%20_72_2016.pdf

[৪৯] তথ্য অধিকার (তথ্য প্রকাশ ও প্রচার) প্রবিধানমালা ২০১০
http://www.infocom.gov.bd/sites/default/files/files/infocom.portal.gov.bd/law/dee1e9c7_7f51_4d2a_beb0_d45443f5134f/Disclouser%20of%20Information.pdf

[৫০] হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা সাল ও অবস্থান, এর নামকরণ, শয্যা সংখ্যা, অপারেশন থিয়েটার সংখ্যা, হাসপাতাল প্রদত্ত বিভিন্ন সেবার ইউনিটসমূহ, বহির্বিভাগ সেন্ট্রাল এসি, অগ্নি নির্বাপন ও নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা, জেনারেটর ব্যবস্থা, রোগীর তথ্য লিপিবদ্ধকরণে কেন্দ্রীয় কম্পিউটারাইজড ব্যবস্থা, অনকল চিকিৎসকদের সাথে যোগাযোগে কর্তব্যরত চিকিৎসকদের মোবাইল ফোন সরবরাহ, বিভিন্ন সংস্থার সাথে চুক্তি, প্রতি কর্মদিবসে দরিদ্র রোগীদের কম খরচে (২০ টাকা) সেবা প্রদান -এভাবে বিষয়গুলো ওয়েবসাইটে বলা রয়েছে

[৫১] তথ্য অধিকার (তথ্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা) প্রবিধানমালা ২০১০। বিস্তারিত,
https://mor.portal.gov.bd/sites/default/files/files/mor.portal.gov.bd/page/c7475411_06f5_4720_b99f_08a7b593f20d/Information%20Preservation%20Rules.pdf

দায়িত্বরত চিকিৎসকের নাম ও ইউনিটসহ রোস্টারের পূর্ণাঙ্গ তালিকা নেই। পর্যবেক্ষণে বহির্বিভাগের অবস্ এন্ড গাইনি বিভাগে দায়িত্বরত সকল চিকিৎসকের রোস্টারের একটি তালিকা সময় ও বার অনুযায়ী উক্ত বিভাগের সামনে বড় অক্ষরে টাঙানো হয়েছে। কোভিডকালীন সরকার নির্ধারিত অক্সিজেন ব্যবহারের মূল্য এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় কিছু পরীক্ষার মূল্য বহির্বিভাগের প্যাথলজি কাউন্টারে খুবই ছোট এবং অস্পষ্ট অক্ষরে লাগানো রয়েছে। হাসপাতালে সুনির্দিষ্টভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত তথ্য কর্মকর্তা নেই। হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স সেবা সম্পর্কে জানার জন্য কার্যকর কোনো ব্যবস্থা নেই। সাম্প্রতিক সময়ে একটি *ইনফরমেশন সেন্টার* স্থাপন করা হলেও এটি কার্যকর নয়। সেখানে নিয়মিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি থাকে না। অ্যাম্বুলেন্স সেবার মূল্য সম্পর্কে কোনো তথ্য টানানো নেই। অ্যাম্বুলেন্স সেবা গ্রহণে ঢাকা মহানগরীর মধ্যে কোন কোন এলাকা বা সীমানা অন্তর্ভুক্ত সে সম্পর্কে কোনো তথ্য বা নির্দেশনা প্রদর্শন করা নেই। ফলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে বা সেবা নেওয়ার পূর্বে রোগীদের সকল সেবার মূল্য ও অন্যান্য তথ্য সম্পর্কে জানার সুযোগ নেই। ভর্তি হওয়ার পূর্বে কাউন্টার থেকে এ সকল বিষয়ে তথ্য জানতে পারে না, শুধুমাত্র হাসপাতালে ভর্তি রোগীরা তাদের দৈনন্দিন খরচের পরিমাণ সম্পর্কে কাউন্টার থেকে জানতে পারে।

চাহিদার ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য তথ্য নাগরিক আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদান না করার নজির রয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের। তথ্য প্রাপ্তির জন্য সাক্ষৎকার চেয়ে চিঠি প্রদান করলেও তার কোন জবাব না দেওয়া এবং তথ্য সংগ্রহে বিডিআরসিএস সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করা হলে অসহযোগীতা ও অসৌজন্যমূলক আচরণের সম্মুখিন হওয়ার ঘটনা রয়েছে।

হাসপাতালের ওয়েবসাইটে হাসপাতাল সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশে ঘাটতি

ওয়েবসাইটে বা অন্য কোনো মাধ্যমে হাসপাতাল সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য প্রচারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ওয়েবসাইটে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। বার্ষিক প্রতিবেদনে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশিত হলেও সেখানে ঘাটতি বিদ্যমান। প্রতি বছর তথ্য প্রকাশে একই ফরম্যাট ব্যবহার করা হয় না। যেমন, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-এ হাসপাতালের ইতিবাচক পদক্ষেপ ও উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমের পাশাপাশি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা, বিগত তিন বছরের রোগী পরিসংখ্যান এবং হাসপাতালের মোট জনবল সংখ্যা তুলে ধরা হলেও ২০২১ সালের প্রতিবেদনে সেগুলো অনুপস্থিত; এখানে কেবল হাসপাতালের বিগত এক বছরের বাস্তবায়িত সফল কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। আবার ২০২২ সালের প্রতিবেদনে বিগত এক বছরের হাসপাতাল প্রদত্ত রোগীর সংখ্যা এবং বাস্তবায়িত সফল কার্যক্রম তুলে ধরা হয়। ওয়েবসাইটে হাসপাতালের ক্রয় কার্যক্রম সম্পর্কিত স্থায়ী আদেশটি পাওয়া যায়নি।

সোসাইটির তথ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে একটি ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে যা *বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি সেন্ট্রাল ড্যাটা এন্ড ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম* নামে পরিচিত। ওয়েবসাইটটিতে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির নিয়মিত ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী সংখ্যা, গভর্নিং বোর্ড ও ইউনিটের নির্বাহী কমিটির সদস্য সংখ্যা, সোসাইটির আজীবন সদস্য, ভলান্টিয়ার্স, ইউনিটে কর্মরত কর্মী সংখ্যা, বিভিন্ন প্রকল্প ও অংশীদারিত্ব সংখ্যা ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য দেওয়া রয়েছে। বিডিআরসিএসের স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত তথ্য (পরিবার পরিকল্পনা, প্যাথলজি, ইপিআই ভ্যাক্সিন, ডেলিভারি, সাধারণ রোগী, কাউন্সিলিং ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার সংখ্যা) দেওয়া থাকলেও হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল সম্পর্কিত কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।[৫২]

৩.৩ অনুদানের অর্থে কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতার ঘাটতি

হাসপাতালের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদানের তথ্য প্রচারে ঘাটতি: হাসপাতালের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গ হতে হাসপাতাল অনুদান পেয়ে থাকে। প্রতিষ্ঠানভিত্তিক অনুদানের সঠিক কত টাকা এসেছে, কোথায় কত টাকা খরচ হয়েছে হাসপাতালে এর দালিলিক প্রমাণ অনুপস্থিত। হাসপাতালের প্রাপ্ত অনুদান সম্পর্কে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষেরও জানার ঘাটতি রয়েছে। উল্লেখ্য, হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল এপ্রিল ২০১৫ থেকে এপ্রিল ২০২১ সাল পর্যন্ত হাসপাতালের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে দেশের স্বনামধন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিবর্গ থেকে অনুদান হিসেবে প্রায় ৩২ কোটি টাকা সংগ্রহ করে। অনুদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পাদিত চুক্তিপত্র, এ সংক্রান্ত রেজুলেশন, প্রাপ্ত অনুদানের তারিখ, টাকার পরিমাণ, চেক নাম্বার, দানের উদ্দেশ্য এবং দানের প্রক্রিয়া উল্লেখপূর্বক কোনো কোনো নথি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে নেই। হাসপাতাল প্রাঙ্গনে একটি বোর্ডে শুধু অনুদানের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায়, সব অনুদানের ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র করা হয়নি।

অনুদানের অর্থে কাজের সংশ্লিষ্ট খরচ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য সংরক্ষণ করা হয় না। অনুদান হিসেবে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের রেকর্ড সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হয় না। অনেক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অনুদান হিসেবে টাকার পরিবর্তে সমপরিমাণ মূল্যের জিনিসপত্র অথবা কাজ করিয়ে দিয়ে থাকে। সেইক্ষেত্রে ঘোষণাকৃত সমপরিমাণ টাকার কাজ হয়েছে কিনা তার নথি যেমন সংরক্ষণ করা হয় না তেমনি তা যাচাই করা হয় না। আবার, ঘোষণাকৃত অনুদান পুরোপুরি পাওয়া গেলো কিনা সে সম্পর্কেও সঠিক তথ্য বা নথির অনুপস্থিতি রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বার্জার পেইন্টস্ লিমিটেড হতে প্রাপ্ত অনুদানের পরিমানের সাথে হাসপাতালের অনার বোর্ডে উল্লিখিত অনুদানের পরিমাণের সাথে অসামঞ্জস্য, এক্সিম ব্যাংকের অর্থায়নের মসজিদ নির্মাণের খরচ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য

[52] https://bdrcsmisweb.azurewebsites.net/, April 2021

হাসপাতালের কাছে অনুপস্থিত, আবার অনার বোর্ডে হাসপাতালের সংস্কার, উন্নয়ন ও আধুনিকায়নে এক্সিম ব্যাংক হতে অনুদান হিসেবে দুই কোটি টাকা দেখানো হলেও হাসপাতালের একটি নথিতে যা এক কোটি টাকা দেখানো হয়েছে। আবার, হাসপাতালের অনুদানের অর্থ কোন কোন খাতে কিভাবে খরচ করা হবে এবং ক্রয় প্রক্রিয়া কিভাবে হবে -উক্ত বিষয়গুলো ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সভায় আলোচনা হয়নি।

আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অস্বচ্ছতা

হাসপাতালের আর্থিক হিসাব বিবরণীতে অস্বচ্ছতা রয়েছে। ২০১৯-২০২২ সময়ে প্রকৃত আয় প্রকৃত ব্যয় থেকে বেশি হলেও (চিত্র ৩.১) হাসপাতালের অনেক খাতে অর্থ বকেয়া ও ঘাটতি রয়েছে (সারণি ২.৩)। হাসপাতালের আয় বেশি হলেও বিবিধ খাতে বিশাল অংকের অর্থ বকেয়া থাকার সঠিক ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি। এছাড়া, হাসপাতালটি উৎস ভেদে, সরকার, ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে মোট অর্জিত আয়ের হিসাব সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেনি।

চিত্র ৩.১: হাসপাতালের বাজেট, প্রকৃত আয় ও প্রকৃত ব্যয় (কোটি টাকায়)

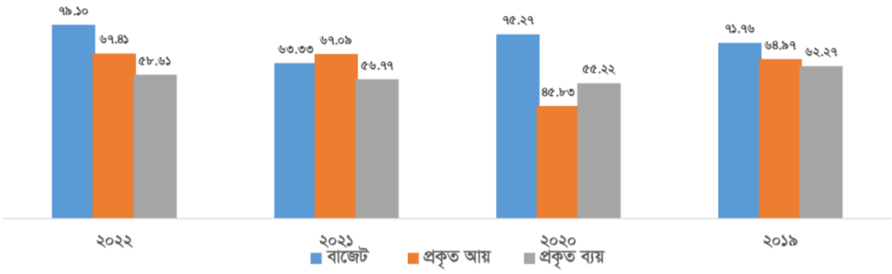

৩.৪ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব দেয়নি। হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমের ওপর পৃথক বার্ষিক প্রতিবেদনের অনুপস্থিতি রয়েছে। ওয়েবসাইটে হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য প্রকাশে দুর্বলতা রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রকাশের ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের প্রয়োজনীয় ধারণার বা আগ্রহের ঘাটতি লক্ষনীয়। হাসপাতাল সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের তথ্য যথাযথভাবে সংরক্ষণ, হালনাগাদ ও দৃষ্টিগোচর স্থানের প্রদর্শনের ঘাটতি রয়েছে।

অধ্যায় চার
জবাবদিহিতায় ঘাটতি

৪.১ ভূমিকা

হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে বিবিধ জবাবদিহিতার ঘাটতি বিদ্যমান। বিডিআরসিএস-এর চেয়ারম্যান পদে রাজনৈতিক ব্যক্তি নিয়োগ, সোসাইটিসংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রতিষ্ঠানে চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপের অবারিত স্বাধীনতা, হাসপাতালের জন্য পৃথক কোনো মানব সম্পদ কাঠামো না থাকা এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের নিরীক্ষায় ঘাটতি হাসপাতালটিতে জবাবদিহি নিশ্চিতে অন্যতম চ্যালেঞ্জ। নিম্নে জবাবাদিহিতা নিশ্চিতে ঘাটতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৪.১ হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতার ঘাটতি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি আদেশ ১৯৭৩ (পিও-২৬) অনুসারে সংস্থাটি স্বায়ত্তশাসন (Autonomy) বজায় রেখে মানবিক সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করবে বলে উল্লেখ রয়েছে। এর মাধ্যেমে বিডিআরসিএসকে কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। তবে স্বায়ত্তশাসিত/স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হলেও চেয়ারম্যান কর্তৃক একক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। হাসপাতালসহ প্রতিষ্ঠানটির পরিচালনা কার্যক্রমসহ সকল বিষয় ব্যবস্থাপনা পর্ষদে আলোচনার মাধ্যেমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কথা থাকলেও তা না করে চেয়ারম্যান তার একক কর্তৃত্বে ও ইচ্ছায় কার্যক্রম পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে প্রতিষ্ঠান ও কাজের ধরন অনুযায়ী হাসপাতালে অনুদানের সঠিক কত টাকা এসেছে, কোথায় কত টাকা খরচ হচ্ছে তা সকলের জানার সুযোগ থাকে না। হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে ব্যবস্থাপনা পর্ষদের সদস্যদের সব সময় সম্পৃক্ত করা হয় না বলে তথ্যদাতারা জানান।

২০১৫-২০২১ সাল পর্যন্ত সময়ে হাসপাতালের বিভিন্ন উন্নয়ন, সংস্কার ও আধুনিকায়নে মোট ৩২ কোটি টাকার অনুদান সংগৃহীত হয় বলে জানা যায়। নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে যে অনুদান এসেছে তা ব্যবস্থাপনা পর্ষদে জানানোর বিধান রয়েছে। অনুদানের অর্থ কোন কোন খাতে খরচ করা হবে, কিভাবে খরচ করা হবে তা ব্যবস্থাপনা পর্ষদের অনুমোদন সাপেক্ষে নির্ধারণের নিয়ম রয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তা করা হয়নি। চেয়ারম্যানের একক সিদ্ধান্তে টাকা খরচ করা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। ক্রয় সম্পাদনে কিভাবে টেন্ডার করা হবে এ বিষয়গুলো নিয়ে ব্যবস্থাপনা পর্ষদে আলোচনা হয়নি এবং সদস্যদের সম্মতিতে ব্যয় সম্পাদন করা হয়নি। হাসপাতালের ডাক্তারদের মাধ্যমে কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং আদেশ দিয়ে তাদের মাধ্যমে আর্থিক কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। কমিটি কাজ সম্পন্ন করে খরচের বিল ভাউচার চেয়ারম্যানের কাছ থেকে স্বাক্ষর করিয়েছে। এছাড়া, চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিবেচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অভিযোগ রয়েছে। বিশেষকরে, ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের কর্মীদের চাকরিচ্যুতি ও ঢাকার বাইরে বদলি করানো হয় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্যদাতারা জানান।

৪.২ এনাম কমিটির সুপারিশ অমান্য করা

এনাম কমিশনের সুপারিশ অনুসারে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের পৃথক জনবল কাঠামো/অর্গানোগ্রাম থাকতে হবে। কিন্তু হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিজস্ব জনবল কাঠামো/অর্গানোগ্রাম নেই। হাসপাতালের নিজস্ব মানবসম্পদ কাঠামো তৈরি না করেই অপরিকল্পিতভাবে এবং অপ্রয়োজনীয় প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। যাদের একটি অংশের কোনো কাজ নেই বলে তথ্য দাতারা জানান। ফলে হাসপাতালের অর্থের অপচয় ও ক্ষতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এমন অপ্রয়োজনীয় নিয়োগ প্রদানের সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে কোন প্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। লোকবল ও রাজনৈতিক প্রভাব হ্রাস এবং অনিয়মের সাথে জড়িতদের বিচারের আওতায় আনার জন্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা বিবিধ প্রস্তাব করলেও তা অগ্রাহ্য করা হয়েছে।

৪.৩ কর্মীদের জবাবদিহি নিশ্চিতে ঘাটতি

হাসপাতালে চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কাজের জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং কর্মদক্ষতা মূল্যায়নে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। বিভিন্ন সময়ে হাসপাতালে বিভিন্ন শ্রেণির জনবল নিয়োগ দেওয়া হলেও নিয়োগে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি। পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্ট প্রদানে বার্ষিক মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। উদাহরণস্বরূপ, অনেক ক্ষেত্রে এমপ্লয়মেন্ট রিকুইজিশন ফরম পূরণ, জব ডেসক্রিপশন, ইন্টারভিউ, বিজ্ঞাপন প্রকাশ, পদোন্নতি ও ইনক্রিমেন্টের ভিত্তি ইত্যাদি নথির অনুপস্থিতি রয়েছে।

ডাক্তার, নার্স ও কর্মী কর্তৃক চিকিৎসা বা কোনো কাজে অবহেলা, রোগীর সাথে খারাপ আচরণ, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ, অসদাচরণ, অনিয়ম ইত্যাদি বিষয়ে জবাবদিহির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। স্বল্প পরিসরে কিছু ব্যবস্থা (সাময়িক বহিষ্কার করা, হুমকি দিয়ে সতর্ক করা ইত্যাদি) নেওয়া হলেও স্থায়ী কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় না। যেমন, জুনিয়র নার্স বকেয়া বেতনের অজুহাতে কাজ করতে অনীহা প্রকাশ করে, এ বিষয় সিনিয়রদের জানালেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয় না। হাসপাতালে অনেক কর্মকর্তা আছে

যাদের কোনো কাজের জন্য ডাকা হলে পাওয়া যায় না বলে বিভিন্ন অভিযোগ রয়েছে।[৫৩] একজন ইন্টার্ন ডাক্তার জানান, "নার্স ও কর্মচারীরদের বেতন যখন পাঁচ মাস যাবত হয়নি তখন কাজের জন্য তাদের বলা হলে তারা 'বেতন পাই না কি কাজ করবো' এ ধরনের কথা বলে থাকে।"

নিয়োগে, পদোন্নতি, ক্রয়, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি কাজে দীর্ঘ সময় ধরে স্বচ্ছতার ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজনদের সম্পৃক্ততা থাকায় জবাবদিহির চর্চা গড়ে ওঠেনি।

৪.৪ অকার্যকর অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা

বিডিআরসিএস প্রণীত কমপ্লেইন রেসপন্স মেকানিজম গাইডলাইন থাকলেও অভিযোগ প্রদান ও প্রতিকার ব্যবস্থা কার্যকর নেই বলে তথ্যদাতারা জানান। হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কেউ অভিযোগ করলে তা প্রতিকারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়না বলে তথ্যদাতারা জানান। উল্লেখ্য, হাসপাতালে অভিযোগ বাক্স রয়েছে। তবে অভিযোগ বাক্সে কম সংখ্যক অভিযোগ জমা পড়ে। হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে অভিযোগ জানানোর পদ্ধতি সম্পর্কে সেবাগ্রহীতাদের সচেতনতার ঘাটতি রয়েছে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে মৌখিকভাবে অভিযোগ জানানোর পরও প্রতিকারের ব্যবস্থা করা হয়নি। রোগীদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায়, কেবিনে অবস্থানরত (পাঁচদিন যাবৎ) রোগীর শয্যার হাতল ভাঙ্গা, কেবিনে রোগী ১৩ দিন থাকা অবস্থায় বাথরুমের কমোড ভালোভাবে ফ্লাশ না হওয়া এবং বেসিনের সাথে সংযুক্ত পাইপ না থাকায় পানি সরাসরি নিচে পড়া, বিছানায় ছারপোকা ইত্যাদি বিষয়ে হাসপাতালের নার্স বা কোনো কর্মী কেবিনে আসলে তাকে অবহিত করা হয়। তখন তারা সংশ্লিষ্ট ইউনিট বা ব্যক্তিকে অভিযোগ জানাতে বলেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরও তা নিরসনে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না।

৪.৪ নিরীক্ষা কার্যক্রমে ঘাটতি

সোসাইটি কর্তৃক তাদের বিভিন্ন বিভাগ ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কার্যক্রমে বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পন্ন করে। নিরীক্ষা প্রতিবেদনে হাসপাতালের সমাপ্ত বছরের আয় ব্যয়ের বিবরণী উপস্থাপন করে প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হয়।[৫৪] তবে হাসপাতালের মানবসম্পদ, ক্রয়, মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ ও বিভিন্ন কার্যক্রমে বিবিধ দুর্বলতা থাকলেও তা বিশ্লেষণপূর্বক সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। এ সংক্রান্ত কোনো নথি পাওয়া যায়নি। এ প্রসঙ্গে একজন অংশীজন বলে, অডিট করে যা অনিয়ম হয় সেগুলোকে নিয়ম বলে চালিয়ে দেওয়া হয়, কোনো ভুল হলেও সেগুলোতে ভুল ধরা হয় না, সঠিক তথ্য তুলে ধরা হয় না।

৪.৬ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হাসপাতালে কর্মীদের জবাবদিহি ব্যবস্থায় ঘাটতি রয়েছে। অভিযোগ ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রচারণার ঘাটতিতে সেবাগ্রহীদের খুব কম ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার করতে দেখা যায় এবং সেবাগ্রহীতা কর্তৃক অভিযোগ জানানোর পরও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় না। জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে প্রতিষ্ঠানে নিরীক্ষা কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলেও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে হাসপাতালের বিভিন্ন বিষয়সমূহের দুর্বলতাসমূহ তুলে ধরা হয় না।

---

[৫৩] ডিবিসি নিউজ, ৬ আগস্ট ২০২১; বিস্তারিত, https://dbcnews.tv/news/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম।

[৫৪] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপর ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সমাপ্ত নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা, প্রকাশকাল, ৯ ডিসেম্বর ২০২১।

অধ্যায় পাঁচ
অনিয়ম ও দুর্নীতি

৫.১ ভূমিকা

সরকারি ও বেসরকারি (বাণিজ্যিক) হাসপাতালের ন্যায় হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেও চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে বিভিন্ন অনিয়ম-দুর্নীতি সম্পর্কে জানা যায়। এ অধ্যায়ে হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতির ধরনসমূহ তুলে ধরা হলো।

৫.২ হাসপাতালের লাইসেন্স পুনঃনবায়ন ছাড়াই কার্যক্রম পরিচালনা করা

হাসপাতালটি *দি মেডিক্যাল প্র্যাকটিস অ্যান্ড প্রাইভেট ক্লিনিকস অ্যান্ড ল্যাবরেটরিজ (রেগুলেশন) অর্ডিন্যান্স* ১৯৮২-এর অধীন নিবন্ধিত। নিবন্ধন ও নবায়নের জন্য অধ্যাদেশ অনুযায়ী ট্রেড লাইসেন্স, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন, পরিবেশ ছাড়পত্র, সিটি কর্পোরেশনের নিষ্পত্তি, জনবল ইত্যাদি শর্ত পূরণ করতে হয়। কিন্তু তথ্য সংগ্রহকালে জানা যায়, হাসপাতালটি ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০, ২০২০-২০২১ এই তিন বছরের নবায়ন একত্রে একমাসে সম্পন্ন করেছে। ২০২১ সালের ৪ঠা মে, ১২মে, ১৮মে এই নবায়ন সম্পন্ন হয়। কিন্তু ২০২১-২০২২ সালের নবায়নের জন্য আবেদন করলেও এবং আবেদন করে ১৫ মাস অতিবাহিত হলেও উক্ত বছরের জন্য লাইসেন্স এখনো নবায়ন সম্পন্ন করেনি। লাইসেন্স পুনঃনবায়ন ছাড়াই হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনা করছে। জানা যায়, হাসপাতালটি সরকারের কোভিড কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে এবং কোভিড সেব প্রদানের বিপরীতে সরকারি অর্থ উত্তোলনের জন্য পূর্বের নবায়নগুলো দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করে।

৫.৩ পরিচালকদের স্বাধীনভাবে কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা

রাজনৈতিক বিবেচনায় ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান এবং সদস্যদের নির্বাচন করা হয় বলে সংশ্লিষ্ট তথ্য দাতারা জানান। এছাড়া, সোসাইটির চেয়ারম্যানকে সিদ্ধান্তগ্রহণে অসীম ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে। ফলে, চেয়ারম্যানের কথামতো কাজ না করায় হাসপাতাল পরিচালকের কাজে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার অভিযোগ রয়েছে। পরিচালক পরিবর্তন হলে হাসপাতালের সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এই অজুহাতে ঘন ঘন পরিচালক পরিবর্তনের উদাহরণ রয়েছে। এবং পরিচালক পরিবর্তনের সাথে সাথে চেয়ারম্যান কর্তৃক নির্দিষ্ট ইউনিটে ব্যক্তিদের দায়িত্বে পরিবর্তনেরও নজির রয়েছে।

৫.৪ নিয়োগে অনিয়ম ও দুর্নীতি

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদ হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেন। ১৯৯১ সাল হতে প্রায় সব সরকারের সময়েই দলীয় বিবেচনায় সোসাইটির ব্যবস্থাপনা পর্ষদের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে। ব্যবস্থাপনা পর্ষদের অন্য সদস্যরাও বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক পরিচয়ে নির্বাচিত হয়ে আসছে। সোসাইটির চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে হাসপাতাল পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান। হাসপাতালের পরিচালক নিয়োগ ও পদায়নের ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানের ব্যক্তিগত পছন্দ অথবা দলীয় বিবেচনা প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

হাসপাতালের সকল ধরনের নিয়োগ চেয়ারম্যানের অনুমোদনে হয়ে থাকে, হাসপাতাল পরিচালক সমন্বয় করে থাকে। তথ্যদাতাদের মতে যখন থেকে রাজনৈতিক বিবেচনায় রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্য নির্বাচিত হওয়া শুরু হয়েছে তখন থেকে হাসপাতালের নিয়োগে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণ শুরু হয়েছে। হাসপাতালের বিভিন্ন নিয়োগে চেয়ারম্যান ও বোর্ড সদস্যরা ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে থাকে। দলীয় প্রভাব, স্বজনপ্রীতি, এলাকার পরিচিতি, বিভিন্ন পর্যায় থেকে সুপারিশ ইত্যাদি পরিচয়ে হাসপাতালে পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, মনোনীত বা পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ায় গত তিন দশক ধরে হাসপাতালে অপ্রয়োজনীয় লোকবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৯১-১৯৯৬ এবং ২০০৯-২০১৫ সালে হাসপাতালে অপরিকল্পিতভাবে তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রচার আছে যে, বিভিন্ন সময়ে চেয়ারম্যান হিসেবে সংসদ সদস্য যখন দায়িত্বে ছিলেন তখন তিনি তাঁর নির্বাচনী এলাকার লোকজনদেরকে নিয়োগ দিয়েছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সময়ে হাসপাতাল পরিচালক ও সিনিয়র ডাক্তারের সুপারিশে স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে জুনিয়র চিকিৎসক ও কর্মচারী নিয়োগের অভিযোগ রয়েছে।

হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগের ক্ষেত্রে হাসপাতাল পরিচালকের মাধ্যমে একটি কমিটি গঠন করা হয়। যে বিভাগের জন্য ডাক্তার (এমও/আরএমও) নিয়োগ দেওয়া হয় সে বিভাগের বিভাগীয় প্রধানসহ চার থেকে পাঁচজনের একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাইয়ের পর চেয়ারম্যানের অনুমোদনের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হয়। হাসপাতালে বিভিন্ন সময়ে ডাক্তার নিয়োগে রাজনৈতিক প্রাধান্য ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। ডাক্তারের ছেলে, ডাক্তারের ছেলের বন্ধু, বোর্ড মেম্বারের লোক বা চেয়ারম্যানের আত্মীয় ইত্যাদি পরিচয়ে নিয়োগের উদাহরণ রয়েছে। আবার নিয়ম-বহির্ভূত অর্থ আদায়ের অভিযোগ রয়েছে। একটি প্রতিবেদনে জানা যায়, ঘুষ গ্রহণ ও স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে হাসপাতালে ২৯ জন চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়া হয়। উক্ত

প্রক্রিয়ার সাথে হাসপাতাল পরিচালক, উপ-পরিচালকের সম্পৃক্ততার অভিযোগ রয়েছে।[৫৫] এছাড়া, গবেষণায় তথ্য প্রদানকারী একজন ডাক্তার পদপ্রার্থী পরিক্ষার্থী বলেন, হাসপাতালে ডাক্তার হিসাবে নিয়োগের জন্য তার কাছে ৫ লক্ষ টাকা ঘুষ চাওয়া হয়েছে।

জাল স্বাক্ষরে ২৯ চিকিৎসক নিয়োগের অভিযোগ

ঘুষ গ্রহণ ও স্বাক্ষর জালিয়াতির মাধ্যমে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ২৯ চিকিৎসক নিয়োগ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসক নিয়োগে ২০১৫ সালের ১৮ জানুয়ারি একটি অফিস আদেশ জারি করে হাসপাতালের তৎকালীন পরিচালক। অফিস আদেশে ৩৬ জন চিকিৎসককে ইন্টারভিউ বোর্ডে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়। অভিযোগ রয়েছে, ইন্টারভিউতে অংশগ্রহণের জন্য প্রার্থীদের দেওয়া হয়নি কোনো ইন্টারভিউ কার্ড, ফোনের মাধ্যমে প্রার্থীদের ডেকে আনা হয়। পরবর্তীতে একই বছর ২৫ ফেব্রুয়ারি বিডিআরসিএস-এর চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর জাল করে ২৯ চিকিৎসকের নামে চাকরি স্থায়ীকরণের চিঠি ইস্যু করা হয়। এসব চিকিৎসকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের ঘুষ নেওয়া হয়। এটির সাথে ডাক্তার ও এইচআর ইনচার্জ জড়িত রয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের প্রেক্ষিতে তদন্ত কমিটি গঠন এবং কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের প্রেক্ষিতে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলে জানা যায়। (সূত্র: আমাদের সময়, ১৫ আগস্ট ২০১৬)

কোভিডকালীন প্যাথলজি বিভাগে নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষার জন্য অস্থায়ীভাবে চুক্তিভিত্তিক কিছু লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। এক্ষেত্রেও যোগ্যতা বা দক্ষতা বিবেচনায় না এনে পরিচালক বা ডাক্তারের রেফারেন্সকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বলে অভিযোগ রয়েছে।

দলীয় বা আত্মীয় পরিচয়ে নিয়োগ হওয়ায় নিয়োগকৃত কর্মীদের দক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, হাসপাতালে ৮০ শতাংশ কর্মীর দক্ষতার ঘাটতি রয়েছে। সপ্তম গ্রেডের অফিসার আছে যাদের সংশ্লিষ্ট বিভাগের কাজ সম্পর্কিত শিক্ষাগত যোগ্যতা বা অভিজ্ঞতা নেই, হিসাব বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টিং বা ফিন্যান্স ব্যাকগ্রাউন্ড নেই। যার জন্য কাজ করাতে সমস্যা হয়, কাজ করাতে অনেক সময় লেগে যায়।

হাসপাতালের অভ্যর্থনা ও অনুসন্ধান ডেস্কে কম্পিউটারে দক্ষ লোকের ঘাটতি রয়েছে। একজন রোগী অনুসন্ধান ডেস্কের মাধ্যমে হাসপাতালে ভর্তি হয়ে থাকে। ভর্তির জন্য রোগীর তথ্য সরাসরি কম্পিউটারের মাধ্যমে পূরণ করতে হয়। অনুসন্ধান ডেস্কে ভর্তির দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তির অনেকে কম্পিউটারে তেমন দক্ষ না হওয়ায় তথ্য পূরণের মাধ্যমে রোগী ভর্তি হওয়ায় প্রক্রিয়ার কাজটি ধীরগতিতে হয়ে থাকে। এতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে রোগীর জন্য কষ্টদায়ক হয়, কেননা তথ্য পূরণ সম্পূর্ণ না হলে রোগীকে অন্তর্বিভাগে নিয়ে যাওয়া হয় না।

৫.৫ পদায়নে অনিয়ম ও দুর্নীতি

হাসপাতালের পরিচালক পদে চেয়ারম্যানের আস্থাভাজন ব্যক্তিকে পদায়ন দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল নিয়ন্ত্রণ করেন একজন পরিচালক, পরিচালককে নিয়ন্ত্রণ করেন চেয়ারম্যান। জানা যায়, হাসপাতালে ঘন ঘন পরিচালক পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। কারণ হিসেবে জানা যায়, চেয়ারম্যানের কথা মতো কাজ না করলে অথবা পছন্দ না হলে, অথবা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চাইলে, অথবা কোনো ধরনের অভিযোগ উত্থাপিত হলে অথবা পরিচালক পরিবর্তন করা হলে হাসপাতাল আরো ভালোভাবে পরিচালিত হবে, হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ইত্যাদি বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে হাসপাতাল পরিচালক পরিবর্তন করা হয়ে থাকে। ঘন ঘন পরিচালক পরিবর্তনের ফলে প্রশাসনিক কার্যক্রম সুচারুভাবে সম্পন্নকরণে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়। ১লা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ হতে ২৬ নভেম্বর ২০২২ পর্যন্ত সাতজন পরিচালককে পদায়ন দেওয়া হয়, এরমধ্যে ২০২১ সালেই তিনজন পরিচালক দায়িত্বে ছিলেন। মেডিকেল কলেজের অধ্যাপকদের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসেবে হাসপাতাল পরিচালক পদে পদায়ন দেওয়া হয়।

কর্মীদের এক ইউনিট হতে অন্য ইউনিটে স্থানান্তর করা হয়। দক্ষতার ঘাটতির কারণে কোনো কোনো কর্মী ঐ ইউনিটে কাজ করতে পারে না। আবার অনৈতিক উপায়ে অতিরিক্ত অর্থ আয়ের সুবিধা পেতে কর্মীরা কর্তৃপক্ষকে ম্যানেজ করে বিভিন্ন ইউনিটে পদায়ন নিয়ে থাকে। কর্তৃপক্ষের পছন্দের ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট ইউনিটের ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। যেমন, একজন বেয়ারা সুপারভাইজার হিসেবে খাদ্য বিভাগে দায়িত্ব পালন করে, একজন অফিস সহকারী চিফ ক্যাশিয়ার পদে দায়িত্ব পালন করে, ওয়ার্ড ক্লার্ক স্টোরের ক্রয়ের দায়িত্বে আছে এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে। আবার ডাক্তারের আত্মীয়/ভাই পরিচয়ে নির্দিষ্ট ইউনিটে নিয়োগ অথবা পদায়ন দেওয়া হলে সকলের রদবদল হলেও উক্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা কার্যকর হয় না।

৫.৬ পদোন্নতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতি

পদোন্নতির জন্য পরিচালকের মাধ্যমে নামের তালিকা তৈরি করা হয় এবং পরবর্তীতে বোর্ডের চেয়ারম্যানের অনুমোদন সাপেক্ষে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। পদোন্নতিতে দলীয় প্রভাব ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ রয়েছে। বোর্ড সদস্য ও পরিচালকের সুপারিশকে প্রাধান্য দিয়ে পদোন্নতি দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। জুলাই ২০২১ তথ্যানুযায়ী, হাসপাতালের কর্মকর্তা, সেবিকা, কর্মচারীবৃন্দের

[৫৫] আমাদের সময়, ১৫ আগস্ট ২০১৬

বেতন গ্রেডে অসংগতি/বৈষম্য রয়েছে এবং প্রাপ্যের চেয়ে বেশি বেতন স্কেল প্রদানের অভিযোগ। বিভিন্ন সময়ে গণহারে গ্রেড পরিবর্তন করারও ঘটনা ঘটেছে। অফিসার, ডেপুটি অফিসার, জুনিয়র অফিসার, সুপারভাইজার ইত্যাদি পদে পদোন্নতি দেওয়া হয় যাদের যোগ্যতা এসএসসি বা এইচএসসি। উদাহরণস্বরূপ, এসএসসি পাশ চতুর্থ শ্রেণিতে যোগদান করার পর পদোন্নতির মাধ্যমে জুনিয়র অফিসার করা হয় এবং সাথে দুটি ইনক্রিমেন্টও দেওয়া হয়, আবার ১২ গ্রেড থেকে সরাসরি ১০ম গ্রেডে পদোন্নতি দেওয়া হয়। এক তথ্যানুযায়ী, ৮৭ জন পিয়ন, সিকিউরিটি গার্ড, ড্রাইভার ১৩ গ্রেডে বেতন পায় অথচ তাদের সর্বোচ্চ গ্রেড ১৬।[৫৬] পদোন্নতিপ্রাপ্তদের দক্ষতারও ঘাটতি রয়েছে।

৫.৭ পেশাগত আচরণ বিধি ভেঙ্গে হাসপাতালে প্রাইভেট চেম্বার পরিচালনা

চিকিৎসক যারা বহির্বিভাগে রোগী দেখে থাকে তারা হাসপাতালের বাইরে প্রাইভেট চেম্বার[৫৭] করে থাকে। অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক, মেডিকেল অফিসার মর্যাদার চিকিৎসকগণ প্রায় সকলে প্রাইভেট চেম্বার করে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, ডাক্তাররা রোগীদের তাদের ব্যক্তিগত চেম্বারে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়ে চেম্বারের কার্ড ধরিয়ে দেন। উদাহরণস্বরূপ, মেডিসিন, গাইনি ইত্যাদি বিভাগ থেকে রোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী কোনো সমস্যা হলে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত চেম্বারে দেখা করার জন্য বলা হয়ে থাকে। ইন্টার্ন ডাক্তারগণ সরাসরি এ ধরনের পরামর্শ দিয়ে থাকে। আবার অর্থোপেডিক্স, সার্জারি, ইএনটি, ইউরোলজি বিভাগের চিকিৎসকগণ বিভিন্ন অপারেশনের জন্যও বাইরে রোগী নিয়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের চিকিৎসকরা মনোয়ারা হাসপাতাল, রাশমনো হাসপাতাল, ইনসাফ বারাকা, ল্যাব এইড, গ্রীন লাইফ, পদ্মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানগুলোতে চেম্বার করে থাকে। কথিত আছে যে, 'হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের আশেপাশের হাসপাতাল ও ক্লিনিকগুলো হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বাই-প্রোডাক্ট দ্বারা চলে'।

হাসপাতালের ডাক্তাররা রোগীদেরকে হাসপাতাল হতে সেবা নিতে নিরুৎসাহিত করে থাকে। যেমন, হলি ফ্যামিলিতে তিনি নিয়মিত বসেন না, উনার জুনিয়ররা বসে, হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে ভর্তি হলে খরচ কমাতে পারবে না, তাদের মনোনীত হাসপাতালে ভর্তি হলে কম খরচে সেবা দিতে পারবে, এখানে সিজার করালে জুনিয়ররা করবে উনি করবে না ইত্যাদি ধরনের কথা বলে রোগীদের অন্য প্রতিষ্ঠানে যেতে উদ্বুদ্ধ করেন যেখানে চিকিৎসকের ব্যক্তিগত স্বার্থ রয়েছে। 'কর্মীদের কোনো রোগী হাসপাতালে সেবা নিতে আসলে হাসপাতালের সাবেক পরিচালক কর্তৃক ধমকের সুরে রোগীদের তাদের প্রাইভেট চেম্বারে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলা হয়, বলা হয় এখানে ভালো চিকিৎসাসেবা পাওয়া যায় না' - এই ধরনের কথাও জানা যায়। এতে রোগীরা নিজের ইচ্ছেমতো ভর্তি না হয়ে ডাক্তারের কথামতো ভর্তি হয়ে থাকে। আবার, ডাক্তাররা সপ্তাহে দুইদিন হাসপাতালের বহির্বিভাগে রোগী দেখে। এই রোগীর যদি বিকাল বেলা বা পরবর্তী সময়ে ডাক্তারের প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে ডাক্তারের প্রাইভেট চেম্বারে দেখাতে হয়। ডাক্তারও প্রাইভেট চেম্বারে দেখানোর জন্য বলে থাকে যেহেতু রোগীর প্রয়োজনের সময়ে তিনি হাসপাতালে বসেন না।

হাসপাতালে রোগী ভর্তি হওয়ার মাধ্যম সম্পর্কে রোগীদের কাছ হতে জানা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর পরিবারের সদস্য বা রোগীর আত্মীয়-স্বজন আগে এই হাসপাতাল হতে সেবা নিয়েছে, পূর্বে এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়েছে এমন ব্যক্তির পরামর্শে, রোগীর এলাকার অনেকে এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়েছে, হাসপাতালের সেবার মান সম্পর্কে জেনে, রোগীর পরিচিত ব্যক্তি বা পরিবারের কেউ হাসপাতাল চাকরি করে তার মাধ্যমে, রোগী ও রোগীর পরিবার বিগত আট থেকে ১০ বছর যাবত এই হাসপাতাল থেকে সেবা নিয়েছে ইত্যাদি কারণে সেবা নিচ্ছে। খুব অল্প ক্ষেত্রে বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে এবং ডাক্তারের পরামর্শে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কথা জানা গেছে।

ব্যক্তিগত চেম্বারে রোগী দেখালে রোগীর সেবার সম্পূর্ণ টাকা চিকিৎসকেরা পেয়ে থাকে, হাসপাতালে রোগী পাঠালে এর জন্য ডাক্তার কোনো টাকা পায় না, হাসপাতালে রোগী হলো কি হলো না বা হাসপাতালের আয় পর্যাপ্ত হচ্ছে কিনা এগুলো নিয়ে চিকিৎসকের চিন্তা নেই। রোগী হাসপাতালে না পাঠালেও চিকিৎসকদের বেতনে কোনো ঘাটতি দেখা দিবে না, কারণ চিকিৎসকরা মেডিকেল কলেজ থেকে তাদের মাসিক সম্মানী পেয়ে থাকে; হাসপাতালে রোগীর সংখ্যা কম হওয়ার পিছনে এটি অন্যতম একটি কারণ – এ ধরনের কথা হাসপাতালে প্রচলিত। বলা হয়ে থাকে, যে হাসপাতালগুলোতে এসব চিকিৎসকরা রোগী দেখেন সেখানে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হলেও হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের বহির্বিভাগে চেম্বার করা সত্ত্বেও এই হাসপাতালে তাদের রোগীর সংখ্যা অনেক কম হয়ে থাকে।

[৫৬]ডিবিসি নিউজ, ৬ আগস্ট ২০২১, https://dbcnews.tv/articles/হলি-ফ্যামিলিতে-নিয়োগ-পদোন্নতি-ও-বেতনে-ব্যাপক-অনিয়ম, https://www.tbsnews.net/bangladesh/health/diagnosis-holy-family-reasons-behind-hospitals-decline-295951

[৫৭] 'বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিল আইন ২০১০'-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি) একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। উক্ত আইনের (ধারা ৫) প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কাউন্সিল চিকিৎসকদের পেশাগত আচরণ ও তৎসম্পর্কিত নীতি সম্পর্কিত 'কোড অব প্রফেশনাল কনডাক্ট' প্রণয়ন করে। পেশাগত আচরণ ও নীতিতে একজন ডাক্তার ব্যক্তিগত স্বার্থে আর্থিক সুবিধা গ্রহণে কোন ব্যক্তি বা সংস্থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা, চিকিৎসার জন্য রেফার করা প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব প্রদান বা গ্রহণ করবে না বলে উল্লেখ রয়েছে।

৫.৮ বাংলাদেশ মেডিকল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কোড অফ প্রফেসনাল, এটিকুয়েট এন্ড এথিকস অমান্য করা

রোগী ডাক্তার দেখিয়ে বের হলে ৫/৬জন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ঘেরাও করে ফেলে। কোম্পানির ওষুধ বিপণনের জন্য তারা রোগীদের চিকিৎসাপত্রের ছবি মোবাইলে উঠিয়ে রাখে। ফলে রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যসহ ক্লিনিকাল রেকর্ড তাদের কাছে চলে যায়। কিন্তু বাংলাদেশ মেডিকল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল কোড অফ প্রফেসনাল এটিকুয়েট এন্ড এথিকস অনুসারে এটি রোগীর গোপনীয়তার শর্ত লঙ্ঘন যা ডাক্তারদের সহযোগীতায় এবং ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধির মাধ্যেমে সংগটিত হয়।

৫.৯ কমিশন আদায়

হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের রোগীকে অন্য হাসপাতাল থেকে সেবা নিতে উদ্বুদ্ধ করা হয় বা নির্দিষ্ট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে পাঠিয়ে থাকে। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালের চিকিৎসকের রেফারকৃত রোগী অন্য হাসপাতালে ভর্তি হলে সেই হাসপাতাল থেকে রোগীর বিভিন্ন সেবার ওপর একটি কমিশন পায়, যেমন পরীক্ষা, শয্যা ভাড়া, কনসালটেশন ফি, ভিজিট ফি, সার্জারী ইত্যাদি।

হাসপাতালের প্যাথলজি বিভাগ পূর্বের চেয়ে উন্নত করা হয়েছে এবং প্যাথলজি বিভাগের পরীক্ষাও উন্নতমানের বলে প্রচার রয়েছে। প্যাথলজি পরীক্ষার প্রতিবেদন নিয়ে ডাক্তারের সন্দেহের প্রেক্ষিতে এবং নিশ্চিত হয়ে সেবা প্রদান, এই অজুহাতে রোগীকে হাসপাতালের বাইরের নির্দিষ্ট রোগ-নির্ণয় কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা করাতে বলা হয়। যেমন, একজন রোগীর রক্তের লেভেল হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল থেকে করানোর পর রিপোর্টটি দেখে ডাক্তার সন্তুষ্ট না হওয়ায় অন্য প্রতিষ্ঠান থেকে পরীক্ষা করাতে বলেন। আবার একজন গর্ভবতী নারীর বাচ্চার বিকাশ/উন্নতি পরীক্ষার জন্য আলট্রাসনোগ্রাফির প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল হতে পরীক্ষাটি করে যে রিপোর্ট আসে সেটিতে ডাক্তারের রোগীকে পর্যবেক্ষণে সঠিক বলে মনে হয় না, এবং পরবর্তীতে অন্য নির্দিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে নতুন করে পরীক্ষা করার জন্য বলা হয়। এমআরআই, প্যাথলজি ও আলট্রাসনোগ্রাফি পরীক্ষার জন্য হাসপাতালের রোগীদের পদ্মা ডায়াগনস্টিক সেন্টার, পপুলার এবং মেডিনোভা ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে পিআইসিইউ সুবিধা না থাকায় যেখানে এই সুবিধাটি আছে তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী কর্তৃক রোগীকে পরামর্শ প্রদান। উদাহরণস্বরূপ, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত শিশু রোগী জরুরি বিভাগ হয়ে অন্তর্বিভাগে ভর্তির সময় রোগীর বাবাকে জরুরি বিভাগের পাশে নিয়ে বলা হয়, "আপনার ছেলের যেহেতু শ্বাস এর সমস্যা আমাদের এখানে এই সুবিধাটি নেই, পাশে একটি হাসপাতালে এই সুবিধাটি আছে, তাদের সাথে আগেই কথা বলে রাখতে হবে যাতে জরুরি মুহূর্তে দ্রুত নিয়ে যাওয়া যায়।"

হাসপাতালে একটি রেওয়াজ আছে, কোনো যন্ত্র নষ্ট হলে তা ঠিক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় না। ব্যক্তিগত স্বার্থে কখনও কখনও যন্ত্র নষ্ট করে রাখার অভিযোগ। হাসপাতালের এমআরআই যন্ত্রটি দীর্ঘদিন ধরে নেই এবং এটির কেনার কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। হাসপাতালে এমআরআই পরীক্ষার সুবিধা না থাকায় রোগীকে বিভিন্ন ডায়াগনস্টিক সেন্টারে পাঠানোর সুযোগ তৈরি হয়। মেশিন নষ্ট থাকার সুযোগে টেকনিশিয়ানরা বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কাজ করে অর্থ আয় করে থাকে। পাশাপাশি এখান থেকে রোগী পাঠিয়ে কমিশন পেয়ে থাকে।

৫.১০ অ্যাম্বুলেন্স সেবা কার্যক্রমে অনিয়ম

হাসপাতালের নিজস্ব অ্যাম্বুলেন্স থাকা সত্ত্বেও কমিশন পাওয়ার লোভে অ্যাম্বুলেন্সের ড্রাইভার এবং হাসপাতাল কর্মীরা রোগীদের বেসরকারি অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহারে উৎসাহিত করে থাকে। কারণ হিসেবে জানা যায়, ড্রাইভারদের অতিরিক্ত সময় দায়িত্ব পালনে কোনো ভাতা দেওয়া হয় না। উদাহরণস্বরূপ, একজনের দায়িত্বকালীন ঘন্টা প্রায় শেষ ঠিক সে সময় একটি ভাড়া আসলো যে লালমনিরহাট যেতে হবে, সেখানে আসা যাওয়ায় একদিন চলে গেল আবার উক্ত ড্রাইভারকে পরের দিন হাসপাতালে ডিউটি করতে হয়, এক্ষেত্রে অতিরিক্ত যে সময়ে দায়িত্ব পালন করেছে তার জন্য তাকে কোনো অতিরিক্ত অর্থ বা কোনো খাবার সররবাহ করা হয় না। যদিও পূর্বে হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ডিউটির (সকাল ৮:০০টা হতে দুপুর ২:৩০ টা পর্যন্ত) বাইরে রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত ডিউটি করলে ঘন্টায় ২০ টাকা করে দেওয়া হতো, আবার প্রতি ট্রিপে সাধারণ অ্যাম্বুলেন্সের জন্য ১০০ টাকা এবং আইসিইউ অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে গেলে ২০০ টাকা টিপস দেওয়া হতো। বলা হয়, এ ধরনের বকশিশের জন্য ড্রাইভারদের মধ্যে একটি প্রতিযোগিতা ছিল। বর্তমানে এই সুবিধাটি নেই।

৫.১১ ডায়ালাইসিস সেন্টার স্থাপনে বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানের সাথে অসম চুক্তি সম্পাদন

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি ও জেএমআই হসপিটাল রিকুইজিট ম্যানুফ্যাকচারিং লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে হাসপাতালে নতুন অত্যাধুনিক ডায়ালাইসিস (কৃত্রিম উপায়ে রক্ত পরিশোধন) সেন্টার স্থাপনে চুক্তি করা হয় যা ২৬ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে উদ্বোধন করা হয়। কিডনি রোগীদের আরও উন্নত চিকিৎসা সুবিধা প্রদানে ডায়ালাইসিস সেন্টারে অত্যাধুনিক যন্ত্র ও শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধিতে বিতর্কিত জেএমআই-এর সাথে চুক্তি করা হয়। চিকিৎসা সুবিধা সম্প্রসারণে, ডায়ালাইসিস সেন্টার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি পণ্য পরিচালনায় দক্ষতায় উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয়। অংশীজনরা জানায়, হাসপাতালের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ২০ শয্যার ডায়ালাইসিস সেন্টার থাকা সত্ত্বেও নতুনভাবে প্রতিষ্ঠানটির সাথে চুক্তি করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাসপাতালের নিজস্ব মেশিন

অকেজো হওয়ার পথে। হাসপাতালের নিজস্ব ২০টি (সাধারণ ১৪টি এবং হেপাটাইটিস রোগীদের জন্য ছয়টি) মেশিন ছিল।[৫৮] এটি একটি অসম চুক্তি এবং শুভঙ্করের ফাঁকি রয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট অংশীজন কর্তৃক জানা যায়।

চুক্তিতে ২০টি মেশিন সরবরাহ করার কথা থাকলেও ১২টি মেশিনের মাধ্যমে কাজ চলছে। এরমধ্যে আটটি মেশিন জেএমআই কর্তৃক সরবরাহকৃত, বাকি চারটি হাসপাতালের নিজস্ব। জেএমআই বিভিন্ন এক্সেসরিজ (ফ্লুইড, ব্লাড লাইন, কেনোলা, গ্লাভস) দিয়ে সহায়তার প্রেক্ষিতে রোগী প্রতি লভ্যাংশের একটি অংশ নিচ্ছে। রোগী প্রতি ২,৬৫০ টাকা আদায় করা হয় যার ১,৫০০ টাকা প্রতিষ্ঠানটি নিচ্ছে। এভাবে রোগী প্রতি প্রাপ্ত অর্থের একটি অংশ প্রতিষ্ঠানটিকে দিতে হচ্ছে।

চুক্তিতে ডায়ালাইজার সর্বোচ্চ চারবার ব্যবহার সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে এবং প্রতিবার রোগী প্রতি টাকা আদায়ের পরিমাণ উল্লেখ থাকলেও পুনর্ব্যবহারের ক্ষেত্রে কত টাকা কোম্পানিকে দিতে হবে সেটি উল্লেখ করা নেই। আবার, ডায়ালাইজার সর্বোচ্চ চারবার ব্যবহার সম্পর্কে বলা থাকলেও একবার ব্যবহারের মাধ্যমে ডায়ালাইসিস সেবা প্রদান। এতে চুক্তিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানের বেশি পরিমাণে অর্থ আয়ের সুযোগ তৈরির অভিযোগ।

জেএমআই এক্সেসরিজ দিয়ে সহায়তার প্রেক্ষিতে রোগী প্রতি ডায়ালাইসিসে ১৫০০ টাকা নিচ্ছে এবং প্রতি বছর ৪% হারে বাড়ানোর কথা রয়েছে। হাসপাতালের আয়ের অংশের মধ্যে চিকিৎসক/নার্স/ টেকনিশিয়ানের বেতন এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস অন্তর্ভুক্ত। হাসপাতাল উক্ত ইউনিট প্রতিষ্ঠার পর থেকে এখন পর্যন্ত লাভের মুখ দেখেনি। চুক্তি অনুযায়ী প্রতি বছর ৪% হারে ফি বাড়ানো হলে হাসপাতালের আয় আরও হ্রাস পাবে। মগবাজার এলাকায় এ ধরনের একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠায় অগ্রিম বাড়ি ভাড়া, মাসিক ভাড়া, চিকিৎসক, নার্স ও কর্মচারীর বেতন ও অন্যান্য খরচ মিলিয়ে অনেক টাকা ব্যয় হওয়ার কথা। অথচ জেএমআই কোম্পানিকে এসবের জন্য কোনো অর্থ দিতে হচ্ছে না,বরং হাসপাতাল হতে প্রতি মাসে কোম্পানিকে চেকের মাধ্যমে বিল দেওয়া হচ্ছে।

ডায়ালাইসিস বিভাগ থেকে ব্যক্তিস্বার্থে রোগীকে বাইরের প্রতিষ্ঠানে পাঠানোর অভিযোগ রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এ বিভাগ থেকে আয় ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রায় দেড় কোটি টাকা এবং ২০২০ সালে এটির পরিমাণ দাড়ায় প্রায় ৭১ লাখ টাকা ও ৫১ লাখ টাকা।[৫৯]

৫.১২ ফিজিওথেরাপি কার্যক্রমে অনিয়ম

হাসপাতালে ফিজিওথেরাপি সেবা নিতে আসা রোগীদের সংশ্লিষ্ট কর্মী কর্তৃক অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। সেবা নিতে আসা রোগীদের ফোন নাম্বার ধরিয়ে দিয়ে বাসায় গিয়ে সেবা প্রদানের কথা বলা হয়।

৫.১৩ ওষুধ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে অনিয়ম ও দুর্নীতি

হাসপাতালে ভর্তি রোগীর চিকিৎসায় সকল ওষুধ না লাগা সত্ত্বেও কখনো কখনো বিল পরিশোধ এবং রোগীদের ওষুধ চুরি হওয়া ইত্যাদি ধরনের ঘটনা ঘটে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, রোগীর অপারেশনের সময় পেথেড্রিন প্রয়োজন হয়। রোগীর ঠিক কয়টি প্রয়োজন তা রোগীর বা রোগীর লোকদের জানা থাকে না। কখনো রোগীর একটি প্রয়োজন হলেও নার্স তিনটি আনার জন্য বলে। এক্ষেত্রে নার্সরা অতিরিক্তগুলো বাইরের ফার্মেসিতে বেশি দামে বিক্রি করে দেয়। আবার রোগীর জন্য ইনজেকশান দুটি প্রয়োজন, অথচ নার্স তিনটি লিখে। এক্ষেত্রে রোগীর থেকে বিল নেওয়া হচ্ছে।

ভর্তি রোগীর ওষুধ হাসপাতাল হতে দেওয়া হয়, তবে এর জন্যে রোগীকে বিল পরিশোধ করতে হয়। হাসপাতালে ওষুধ না থাকলে সেটি রোগীদের বাইরে থেকে কিনতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে রোগীরা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী সকল ওষুধ হাসপাতাল হতে কিনতে পারে না। ওষুধের ঘাটতি, কোম্পানির বকেয়া, অতিরিক্ত মূল্য, ওষুধ ক্রয়ে দীর্ঘ সময় নেওয়া ইত্যাদির প্রেক্ষিতে হাসপাতালে সকল ধরনের ওষুধের সরবরাহ সবসময় থাকে না। এ সুযোগে মেডিকেল প্রতিনিধিরা হাসপাতালের নার্স, ফার্মেসীর লোক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মীদের একাংশের মধ্যস্থতায় বা ম্যানেজ করে সরাসরি ওষুধ বিক্রি করে থাকে। এতে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের টার্গেট পূরণ হয়, রোগী কিছু কম মূল্যে ওষুধ পেতে পারে আবার মধ্যস্থতাকারী হিসেবে যারা কাজ করে তারা আর্থিকভাবে লাভবান হয়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উচ্চমাত্রার কোনো ইনজেকশনের বাজার মূল্য যদি ১৫০০ টাকা হয়, মধ্যস্থতাকারী ব্যক্তি কোম্পানির কাছ হতে এটি হাজার/এগারশ টাকায় কিনে রোগীর কাছে তা ১৩০০ টাকায় বিক্রি করে। উচ্চ এন্টিবায়োটিক ইনজেকশন মেরোপেনাম এভাবে বিক্রি হয়ে থাকে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.১৪ টেকনিশিয়ান কর্তৃক রি-এজেন্ট চুরি ও বিক্রয়

প্যাথলজিতে কিছু মেশিন আছে যেগুলো রি-এজেন্টের মাধ্যমে চলে। হাসপাতালে তিন থেকে চারটি প্যাথলজি মেশিনে শুধু একটি কোম্পানির রি-এজেন্ট ব্যবহার করা হয়। এসব মেশিনে একটি সফটওয়্যার সেট করা থাকে যেটিতে একটি নির্দিষ্ট কোম্পানির রি-এজেন্ট ছাড়া অন্য কোনোব্রান্ডের রি-এজেন্ট ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষা করানো যায়না। হরমোন, রক্তের পরীক্ষা, সেল কাউন্টার,

[৫৮] অক্টোবর ২০২২ তারিখে হাসপাতালের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের দেওয়া তথ্যানুযায়ী।

[৫৯] হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, অডিট রিপোর্ট, ২০২০ এবং অডিট রিপোর্ট ২০২১।

অ্যানালাইজার ইত্যাদি পরীক্ষাগুলো উক্ত মেশিন ব্যবহারের মাধ্যমে করা হয়। মেশিনগুলো বায়োটেক কোম্পানির। অন্যান্য হাসপাতালে এ ধরনের যন্ত্রগুলোতে বাইপাস ডিভাইস ব্যবহারের মাধ্যমে বা সফটওয়্যার পরিবর্তনের মাধ্যমে বিভিন্ন কোম্পানির রি-এজেন্ট দিয়ে পরীক্ষা করানো হয়। হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে এই ব্যবস্থাটি না থাকার ফলে নির্দিষ্ট কোম্পানির রি-এজেন্ট বেশি মূল্যে ক্রয় করতে হচ্ছে।

নির্দিষ্ট কোম্পানির রি-এজেন্টগুলোর মেয়াদ থাকে ১৫ দিন। হাসপাতালে পর্যাপ্ত রোগী না হওয়াতে দামী কিটগুলোর সম্পূর্ণ ব্যবহার না হওয়ায় অন্য জায়গায় বিক্রি করে দেওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়। হাসপাতালে কর্মরত টেকনিশিয়ানের বিরুদ্ধে-এজেন্টগুলো চুরির অভিযোগ রয়েছে। পরবর্তীতে এগুলো তারা বিভিন্ন রোগ-নির্ণয় কেন্দ্রে অথবা তারা যেখানে পার্ট টাইম চাকরি করে সেখানে ব্যবহার করে থাকে।

প্যাথলজির কিছু পরীক্ষা আছে যেগুলো হাসপাতাল হতে করানো হয় না। রোগীরা সেগুলোর রশিদ কেটে নমুনা রেখে যায় হাসপাতালে। পরবর্তীতে হাসপাতালের বাইরের প্রতিষ্ঠান থেকে করিয়ে আনা হয়। যে প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয় সে প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যেমন, প্যাথলজি পরীক্ষার জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি করা হয়। এক্ষেত্রে সমমনা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে তুলনামূলক যাচাই না করে উক্ত প্রতিষ্ঠানকে সরাসরি কাজ দিয়ে থাকে। তারা বাইরে বিক্রয়কৃত রি-এজেন্ট কিট এবং মেয়াদউত্তীর্ণ কিট ব্যবহার করে বলে অভিযোগ রয়েছে।

৫.১৫ হাসপাতালের ক্রয় ও সংস্কার কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি

হাসপাতালের বিভিন্ন সংস্কার এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি সম্পর্কে জানতে পারা যায়।[৬০] নিম্নে এ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

যথাযথ ক্রয় প্রক্রিয়া অনুসরণ না করা: হাসপাতালের ক্রয়-প্রক্রিয়ায় বিডিআরসিএসের স্ট্যান্ডিং অর্ডার যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয় না। স্ট্যান্ডিং অর্ডার অনুসারে (১৫.০৮) নির্দিষ্ট সীমার ওপরে (তিন লাখ) ক্রয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। যেমন, উন্মুক্ত দরপত্র আহবান করা হয় না। এক্ষেত্রে প্রাইস কোটেশন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। পছন্দের ব্যক্তিকে কাজ দেওয়া হয় এবং একই ব্যক্তির কাছ হতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নামে প্রাইস কোটেশন সংগ্রহ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে পণ্য সরবরাহকারীর ব্যবসার স্থান, ট্রেড লাইসেন্স, ইনকাম ট্যাক্স সনাক্তকরণ নাম্বার, ভ্যাট নিবন্ধন নাম্বার ইত্যাদি সঠিকভাবে যাচাই ছাড়া কাজের আদেশ দেওয়া হয়। কারণ, অনেক ক্ষেত্রে সরবরাহকারীর সম্পর্কে প্রয়োজনীয় নথি হাসপাতালে নেই।

টেন্ডার বা কোটেশন ছাড়া দ্রব্য ক্রয় করা হয়। কখনো বিভিন্ন দ্রব্যাদি যেমন, এসি, জানালার থাই, স্টীল, সিমেন্ট ও অন্যান্য এক্সেসরিস ক্রয়ে সংযুক্ত নথি যাচাইয়ে লেটারহেড অনুসারে ঠিকাদারকে প্রকৃত ঠিকানায় পাওয়া যায়নি। উল্লিখিত ঠিকানায় সরবরাহকারীদের ব্যবসায়িক অবকাঠামার অস্তিত্ব পাওয়া যায় নি।

বড় অঙ্কের ক্রয়ের ক্ষেত্রেও প্রতিযোগিতামূলক বিডিং পদ্ধতির প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয় না। যেমন, দরপত্র প্রকাশ করা হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিক্রেতার প্রযুক্তিগত ও আর্থিক মূল্যায়ন না করে একক বিক্রেতার কাছে কাজের আদেশ জারি করা হয়। এক্ষেত্রে তুলনামূলক প্রতিযোগী ব্র্যান্ড এবং প্রচলিত বাজার দর পর্যালোচনায় কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন ওটি লাইট, ওটি টেবিল, লেপারস্কপিক ডিভাইস, এনেসথেসিয়া মেশিন, ভেন্টিলেটর, পালস্ অক্সিমিটার, অপথালমিক সার্জিক্যাল মাইক্রোসকোপ, ডায়াথারমি মেশিন, সিটি স্ক্যান যন্ত্র, আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানার, ইটিটি যন্ত্র, মোবাইল সি-আর্ম যন্ত্র এবং প্রয়োজনীয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশ, রোগীর শয্যা, হাসপাতালের পর্দা ইত্যাদি ক্রয়ে বাজার মূল্যে থেকে অধিক মূল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এছাড়া, সংস্কার এবং আধুনিকায়নের কাজেও বাজার মূল্যে থেকে অধিক মূল্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন গাইনি ওয়ার্ড, কেবিন/সেমি-কেবিন, হাসপাতালের সামনের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ,বহির্বিভাগের সোয়ারেজ লাইন মেরামত ইত্যাদি ক্ষেত্রে। তাছাড়া বালু, সিমেন্ট, ইট, স্টীল, সেনিটারি, ইলেকট্রিক্যাল, টাইলস, গ্রীল, পেইন্টিং এসেসরিজ, ফার্নিচার ইত্যাদি প্রশ্নবিদ্ধ উপায়ে ক্রয় করা হয়েছে। বিল প্রদানে কর এবং ভ্যাট না কেটে বিল প্রদান করা হয়, যার ফলে সরকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়।

বিডিআরসিএসের স্ট্যান্ডিং অর্ডার অমান্য করা: বিডিআরসিএস-এর স্ট্যান্ডিং অর্ডার (ধারা ১৫.০৫) অনুসারে, সর্বোচ্চ ৪,০০০ থেকে ১০ হাজার টাকা নগদে প্রদান করা যায়। কিন্তু জানা যায়, লক্ষ লক্ষ টাকাও নগদে বিল প্রদান করা হয়। তথ্যসূত্র মতে, হাসপাতালের জন্য এসি ক্রয় ও স্থাপন কাজের সম্পূর্ণ টাকা নগদে প্রদান করা হয় যা প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

---

[৬০] হাসপাতালের সংস্কার এবং ক্রয় ব্যবস্থাপনায় অসঙ্গতি পর্যালোচনায় যে সকল আইন, নীতি, নির্দেশিকা অনুসরণ করা হলো সেগুলো হলো, Public Procurement Act, 2006 and Public Procurement Rules 2008 (with amendments), Income Tax (Ordinance) 1984, Vat Act 2012, BDRCS Standing Orders on Finance Management also applicable for HFRCMCH, vatious standing orders; Report on Independent Forensic and Investigative audit on Renovation and Purchase of Medical/electrical/electronic equipment and other accessories at Holy Family Red Crescent Medical College and Hospital-HFRCMcH, Dhaka, with BDT 32 crores, 3 november 2021.

কার্যাদেশে উল্লিখিত টাকার পরিমাণ থেকে অতিরিক্ত (এক লক্ষ টাকার ওপরে) টাকা প্রদান করা হয়েছে যার কোনো অনুমোদন নেওয়া হয়নি। কারণ, এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় নথি হাসপাতালে পাওয়া যায় নি। আবার কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন না করেও পুরো বিল প্রদান করা হয়। হাসপাতালের ক্যান্টিন বরাদ্দে অনিয়মে অভিযোগ রয়েছে। আবার হাসপাতালের দ্রব্যাদি নির্দিষ্ট দোকান থেকে ক্রয়ে কমিশন হিসেবে এসি, টিভি, ফ্রিজ, ওভেন, ওয়াশিং মেশিন ইত্যাদি নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

কোভিডকালীন সরঞ্জামাদি ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতি: কোভিড শুরুর দিকে খোলা বাজার থেকে পিপিই ক্রয় করা হয়। ক্রয় কমিটি এবং স্টোরে দায়িত্বপ্রাপ্ত লোক থাকা সত্ত্বেও পরিচালকের নির্দেশে অন্য ব্যক্তিকে দিয়ে মাস্ক, পিপিই, গ্লাভস ইত্যাদি জিনিস ক্রয় করা হয়। সরকার প্রদত্ত পিপিই শেষ হয়ে গেলে খোলা বাজার থেকে পিপিই ক্রয় করা হতো। এক্ষেত্রে বাজার মূল্য থেকে বেশি মূল্যে ক্রয় করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আবার অনেকের পিপিই প্রতিদিন ব্যবহার হতো না। সেটি পরে পিয়নের মাধ্যমে বাইরে ৪০০ থেকে ৮০০ টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

অফিস সরঞ্জাম ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি : হাসপাতালের জন্য প্রিন্টিং এর কাগজ, টোনার, কার্টিজ, খাতা, কলম, গ্লাভস, সুঁই, সূতা, বাল্ব, তোয়ালে, জুতা, টিস্যু, ব্যাগ ইত্যাদি জিনিস ক্রয় করা হয়। হাসপাতালে যেহেতু স্থানীয়ভাবে ক্রয় করা হয়, কোনো টেন্ডারের মাধ্যমে দ্রব্যাদি ক্রয় করা হয় না সেক্ষেত্রে ক্রয়ের তালিকা তৈরি করে হাসপাতালে বিল জমা দেওয়া হয় এবং টাকা তুলে কাজ করাতে হয়। অভিযোগ রয়েছে, বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যের ভাউচার তৈরি করে বিল জমা দিয়ে টাকা তুলে নেওয়া হয়। অতিরিক্ত মূল্যে জিনিস ক্রয় করা হলেও তা যাচাই করা হয় না। শুধু বিভিন্ন দ্রব্য বা মালামাল ঠিক পরিমাণে আছে কিনা তা যাচাই করে থাকে। অভিযোগ রয়েছে, ১০ টাকার জিনিস ১০.৫০/১১ টাকা বিল করে জমা দেওয়া হয়। আবার কখনো কোনো কোনো দ্রব্যাদি ২ টাকা থেকে ৭ টাকা পর্যন্ত বেশি দেখিয়ে বিল জমা দেওয়া হয়, আবার চায়না কোম্পানির Rex toner যেটির বাজার মূল্য ৪৮০ টাকা তা ১৬০০-২০০০ টাকার ক্রয় দেখিয়ে বিল জমা দেওয়া, ৬০০ টাকার ভ্যান ভাড়া আরো বেশি টাকার বিল করে জমা দেওয়ার ঘটনা সম্পর্কে জানা যায়।

হাসপাতাল সংস্কার কাজে অনিয়ম ও দুর্নীতি: অনুদানের টাকার যথার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। অনুদানের অর্থে লিফট কেনার কথা থাকলেও তা দিয়ে লিফট মেরামত করা হয় বলে অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু এরপরও লিফটি প্রায়ই নষ্ট হয়ে যায়, বারবার ঠিক করাতে হয়। অন্তর্বিভাগের তিনটি লিফট রয়েছে। ডাচ বাংলা ব্যাংকের সহায়তায় হাসপাতালের মূল ভবনের তিনটি লিফট মেরামত, সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা হয়।

রোগীর খাবার ও পথ্য ক্রয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতি: হাসপাতালে রোগীদের খাবার সরবরাহে টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পথ্য ক্রয় করা হতো। খাবারের মান নিয়ে রোগীদের কাছ হতে অভিযোগ আসতো। ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়নে এবং রোগীদের ভালো মানের খাবার সরবরাহে পথ্য স্থানীয়ভাবে ক্রয় করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর প্রেক্ষিতে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ডাক্তার, অফিসার ও খাদ্যবিভাগের স্টাফের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করে যেটি *বাজার কমিটি* নামে পরিচিত। বাজার কমিটি প্রতিদিনের বাজার প্রতিদিন করে থাকে।

জানা যায়, কমিটির সকলে বাজারে না যাওয়ায় শুধু খাদ্য বিভাগের লোকদের দিয়ে বাজার করানোর প্রেক্ষিতে অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। এতে পরিমাণে কম এনে বেশি দেখানো এবং বাজার মূল্য থেকে বেশি মূল্য দেখানোর অভিযোগ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ৮৫ কেজি মুরগি আনা হয়েছে বলা হলেও মেপে দেখা যায় ৬২ কেজি, চালের ক্ষেত্রে পাইজাম চালের কথা বলা হলেও বস্তার গায়ে লিখা মিনিকেট। চালের দাম বাজার দর থেকে বাড়িয়ে বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

বর্তমানে রোগীরা খাবারের মান মোটামুটি ভালো বললেও প্রতিদিন একই ধরনের খাবার দেওয়ায় খেতে অনীহা আসে বলে জানায়। প্রতিদিন সবজি হিসেবে কাচ কলা ও লাউ এবং মাছের মধ্যে প্রতিদিনই রুই মাছের তরকারি দেওয়া হয়। তবে ২৫ অক্টোবর ২০২২ থেকে খাবারে তারতম্য আনতে একদিন এক ধরনের আর অন্যদিন অন্য ধরনের সবজি দেওয়া হয়; কোনোদিন পাবদা মাছ, রুইমাছ, টেংরা মাছ এভাবে দেওয়া হচ্ছে।

৫.১৬ নিয়ম ভেঙ্গে ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিদের ভিজিট

ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধিরা কোম্পানির ওষুধ বাজারজাতকরণে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতালের ডাক্তারদের ভিজিট করে থাকে। ডাক্তারদের ভিজিট করার জন্য মেডিকেল প্রতিনিধিদের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ একটি নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দিয়েছে যা দুপুর ১:০০ ঘটিকার পর। উক্ত সময় ছাড়া ডাক্তারের কক্ষে এবং হাসপাতালের ভেতরে প্রবেশ না করার জন্য নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে, কখনো কখনো এই নির্দেশনাটি মানা হয় না। ওষুধ বিক্রির লক্ষ্য পূরণে মেডিকেল প্রতিনিধিদের একাংশ নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে হাসপাতালের বহির্বিভাগে সর্বদা ঘোরাঘুরি করে এবং সুযোগ বুঝে ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করে। রোগী দেখার মাঝখানে বারবার তাদের কোম্পানির ওষুধ সম্পর্কে চিকিৎসককে বলে থাকে। হাসপাতালে ৫০টিরও বেশি ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি ডাক্তারদের ভিজিট করে থাকে।

মেডিকেল প্রতিনিধিরা জানায়, ডাক্তাররা রোগীকে স্ব-স্ব কোম্পানির ওষুধ লিখছে কিনা তা যাচাই করতে এবং না লিখলে তা মনে করিয়ে দিতে, আবার ডাক্তারের প্রয়োজনে কল করলে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করে থাকে। এছাড়াও ডাক্তারের সহকারী ও নার্সের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করে যে যার ইচ্ছেমতো ডাক্তারের কক্ষে প্রবেশ করে থাকে। এ বিষয়ে ডাক্তারের দিক থেকেও প্রশ্রয় রয়েছে।

৫.১৭ ওষুধ কোম্পানি কর্তৃক ডাক্তারদের উপঢৌকন প্রদান

প্রতিযোগিতামূলক বাজারে স্ব স্ব কোম্পানির ওষুধ বাজারজাতকরণে ও রোগীকে নির্দিষ্ট কোম্পানির ওষুধ প্রেসক্রাইব করার জন্য কোম্পানিগুলো ডাক্তারদের বিভিন্ন ধরনের প্রমোশনাল আইটেম গিফট দিয়ে থাকে। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে নগদ অর্থও অফার করে থাকে। ডাক্তার কর্তৃক বিভিন্ন গিফট গ্রহণ করার ফলে অনিয়মের সুযোগ সৃষ্টি হয়। সাধারণত যে ধরনের গিফট দেওয়া হয় সেগুলো হলো নগদ অর্থ, গাড়ি সার্ভিসিং, সোস্যাল সার্ভিস (ল্যাপটপ, দামী মোবাইল ফোন সেট, আসবাবপত্র, রাইস কুকার, প্রেসার কুকার, এসি, টিভি, ফ্রিজ, রুম হিটার, বাইক, বিদেশ ভ্রমনের টিকিট), ঈদের সময় মসলা, সেমাই ইত্যাদি। বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে কেউ টিকিট নেয়, কেউ ডলার নেয়, আবার কেউ দুই থেকে পাঁচ দিনের সম্পূর্ণ খরচ নিয়ে থাকে। অফারগুলো নির্ভর করে কোম্পানির অবস্থান, ওষুধের মূল্য এবং ডাক্তারের খ্যাতির ওপর। আবার অনেকক্ষেত্রে ওষুধের মূল্য ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকা যাই হোক না কেন, ডাক্তারদের সাথে চুক্তিতে যাওয়া হয় যে ডাক্তার রোগীকে নির্ধারিত ওষুধটি প্রেসক্রাইব করবেন যার জন্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা ডাক্তারকে দিতে হবে। ক্যাশ টাকা খুব কম সংখ্যক ডাক্তার (প্রায় ২%) নিয়ে থাকে। অধিকাংশক্ষেত্রে গিফট আইটেম গ্রহণ করে থাকে। আবার কিছু ডাক্তার কোনো ধরনের গিফট নেন না। যেহেতু ডাক্তারদের পিছনে ওষুধ কোম্পানিগুলো একটি ভালো বিনিয়োগ করে থাকে সেহেতু তাদের ওষুধ প্রেসক্রাইব করে কিনা তা যাচাই করার জন্য কোম্পানির প্রতিনিধি ডাক্তার ভিজিট বেশি করে থাকে।

কোম্পানির ওষুধ বিপণনের জন্য অনেক সময় ডাক্তার কর্তৃক রোগীকে অতিরিক্ত কিছু ওষুধ প্রেসক্রাইবড করে থাকে যা রোগীর জন্য প্রয়োজন নেই এবং প্রেসক্রাইবকৃত ওষুধ খেলে রোগীর প্বার্শ প্রতিক্রিয়া হওয়ার সম্ভাবনা নেই। দেখা যাচ্ছে রোগীর সুস্থতার জন্য দুই থেকে তিনটি ওষুধ লিখে দিলেই হয় সেখানে চার থেকে পাঁচটি ওষুধ লিখে দেওয়া হয়। আবার যেখানে প্যারাসিটামল প্রেসক্রাইব করলেই হয় সেখানে ডাক্তার অনেক ক্ষেত্রে দামী ওষুধও রোগীকে প্রেসক্রাইব করে থাকে। কোম্পানির নিকট দায়বদ্ধতায় ডাক্তার রোগীকে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি ওষুধ দিয়ে প্রেসক্রিপশন লিখছেন। একজন ডাক্তার যদি সাত থেকে আটটি কোম্পানির কাছে দায়বদ্ধ থাকে তখন তাদের ওষুধ প্রেসক্রাইব করতে গিয়ে যে ওষুধের প্রয়োজন নেই সেটিও রোগীকে দিয়ে থাকে। এতে রোগীরা শারীরিক ক্ষতির সাথে আর্থিকভাবেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে থাকে।

৫.১৫ উপসংহার

উপরোক্ত আলোচনা হতে দেখা যায়, হাসপাতালের বিভিন্ন নিয়োগ, পদোন্নতি, চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও কমিশন, ক্রয় কার্যক্রম, ডায়ালাইসিস সেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি বিদ্যমান রয়েছে।নিয়োগ ও পদায়ন, পদোন্নতির ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ রয়েছে। চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস ও কমিশন আদায়ের কারণে হাসপাতালে ক্রমান্বয়ে রোগীর সংখ্যা হ্রাস পায়। সরাসরি ক্রয়ে বাজার মূল্য অপেক্ষা বেশি মূল্যে দ্রব্যাদি ক্রয় এবং তা যাচাই না হওয়া ইত্যাদি ঘটনার অভিযোগ রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে।

অধ্যায় ছয়
উপসংহার ও সুপারিশ

৬.১ সার্বিক পর্যবেক্ষণ

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। হাসপাতালটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। ক্ষেত্রবিশেষে, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতাসহ প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান আইনসমূহ প্রতিপালন এবং তার কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থ হয়েছে। চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে তার অনৈতিক হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠানটিতে জবাবদিহি নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিসহ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করেছে। হাসপাতালের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন না করা, ক্রয় আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন ও বিধান অমান্য করলেও সংশ্লিষ্টদের জবাবহিদিতা নিশ্চিত করা হয়নি। বিশেষকরে, হাসপাতালে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, সংরক্ষণ ও প্রচার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পায়নি। ফলে হাসপাতাল সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতার ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

হাসপাতালের জন্য পৃথক জনবল কাঠামো না থাকায় অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নেই। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে হাসপাতালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগে এবং প্রাপ্যের চেয়ে বেশি বেতন স্কেল প্রদানে হাসপাতালের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়োগ এবং পদোন্নতি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। নিয়োগ ও পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে দলীয় প্রভাব ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ আছে। অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় অদক্ষ লোক নিয়োগ দেওয়া হয়। দক্ষ জনবল এবং আর্থিক সক্ষমতার ঘাটতিতে মানসম্মত সেবা প্রদান ও প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা ব্যাহত হয়। অবৈধ পন্থায় নিয়োগ ও পদোন্নতি পাওয়ায় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক দুর্নীতি করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা মূল্যায়ন ও জবাবদিহিতায় ঘাটতি বিদ্যমান।

হাসপাতালে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অভাব রয়েছে। একটি মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ হলেও হাসপাতালটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে নথিভুক্ত করেনি যা অংশীজনদের আস্থার সংকট তৈরি করেছে। এছাড়া, প্রতিষ্ঠানটি আয়-ব্যয়ের নিরীক্ষা প্রতিবেদন স্ব-প্রণোদিতভাবে প্রকাশ ও প্রচার করা হয়নি। ফলে হাসপাতাল কার্যক্রমে অস্বচ্ছতা ও অব্যবস্থাপনার সাথে সাথে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাসপাতালটি আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সুবিধা ও সেবার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবও লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অসম চুক্তিসহ বিবিধ দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা সেবার মান নিম্নগামী হয়েছে, সুনাম নষ্ট হয়েছে, রোগীর সংখ্যা ও হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে অন্য হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগীতায় ব্যর্থ হয়ে ক্রমেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানের পরিণত হয়েছে।

সর্বোপরি, হাসপাতালটিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি'র (মানবতা পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা) পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে।

৬.২ সুপারিশ

গবেষণার ফলাফলের আলোকে সুশাসনের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ উত্তরণে নিচের সুপারিশ প্রস্তাব করা হলো-

৬.২.১ নীতি কাঠামো সংশ্লিষ্ট সুপারিশ

১. বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩ বা প্রেসিডেন্ট'স অর্ডার নং ২৬, ১৯৭৩ সংশোধন করে চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে; আয়-ব্যয় ও কার্যক্রম ও নীতি-সিদ্ধান্ত বোর্ড সভার সর্বসম্মত ভিত্তিতে গৃহীত হতে হবে এবং বোর্ডের নিকট জবাবদিহি সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে হবে;
২. হাসপাতালের জন্য একটি কার্যকর এবং বাস্তবসম্মত মানবসম্পদ কাঠামো/আর্গানোগ্রাম তৈরি করতে হবে;
৩. একটি পৃথক বিধিমালার প্রণয়ন করে হাসপাতালটির ডাক্তার, নার্স, টেকনিশিয়ান, কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ সকল স্তরের কর্মী নিয়োগ, পদোন্নতি, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে তাদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২.২ প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সুপারিশ

৪. হাসপাতালটির সুনাম পুনরুদ্ধার এবং হাসপাতালে সেবার মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং অবকাঠামো সংস্কার ও মেরামতে কার্যকর পদেক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
৫. প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২.৩ স্বচ্ছতা নিশ্চিতে সুপারিশ

৬. হাসপাতালে আয়-ব্যয় এবং ক্রয়সহ সকল কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে; একটি বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার তৈরি এবং সকল ধরনের ক্রয় নিয়ম মেনে সম্পাদন করতে হবে;

৭. হাসপাতালের বিভিন্ন তথ্য স্ব-প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ সম্পর্কে তথ্য অধিকার আইনের সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী প্রকাশ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষকে নিম্নোক্ত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে-

- হাসপাতালের আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব নিশ্চিতে সকল ধরনের নথিপত্র সংরক্ষণ ও নিয়মিতভাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে খ্যাতি সম্পন্ন নিরীক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্বাধীনভাবে নিরীক্ষা করতে হবে;
- প্রতিষ্ঠানের আয়-ব্যয়সহ প্রশাসনিক সকল কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের আওতায় আনতে হবে;
- হাসপাতালের ওয়েবসাইটে প্রশাসনিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সেবা সম্পর্কিত তথ্যের নিয়মিত হালনাগাদ করতে হবে;
- হাসপাতাল প্রদত্ত সকল সেবা, সেবা মূল্য, সেবা প্রদানের সময়সূচি ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক একটি পরিপূর্ণ নাগরিক সনদ এবং সেই সাথে তথ্যবোর্ড প্রণয়ন এবং এটি হাসপাতালের প্রধান ফটকে প্রদর্শন করতে হবে; বিভাগ অনুযায়ী কর্তব্যরত চিকিৎসকের একটি পূর্নাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন ও প্রদর্শন করতে হবে;
- হাসপাতালের সেবা সম্পর্কে জনগণকে জানাতে এবং উৎসাহিত করতে প্রচার বাড়াতে হবে।

৬.২.৪ জবাবদিহি এবং দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধে সুপারিশ

৮. চিকিৎসক, নার্স, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে সুনির্দিষ্ট মাপকাঠি অনুযায়ী কর্ম সম্পাদনভিত্তিক বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে;

৯. সকল প্রকার অনিয়ম ও দুর্নীতির জন্য দায়ীদেরকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত করে কার্যকর জবাবদিহি নিশ্চিত করতে হবে। অনিয়ম ও দুর্নীতির সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে;

১০. হাসপাতাল পরিচালনা ও তদারকিতে স্বার্থের দ্বন্দ্ব সংশ্লিষ্টদের বাদ দিয়ে একটি স্বাধীন হাসপাতাল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে;

১১. সেবাগ্রহীতা কর্তৃক অভিযোগ দাখিলে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং অভিযোগ নিরসণ করে সেবার মান উন্নয়ন করতে হবে

১২. হাসপাতালের সকল ধরনের ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে;

১৩. হাসপাতালের সকল ধরনের নিয়োগ ও পদোন্নতি রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত, পক্ষপাতহীন এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় হতে হবে;

১৪. কর্মীদের জন্য প্রয়োজনীয় নৈতিক আচরন বিধি প্রবর্তন করতে হবে এবং এটি তাদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

*****